ও নাথ সাধু মুখে শুনে'ছি বচন,
নিয়ে ও পদে শরণ ( করিয়ে ক্রন্দন )
কত মহাপাপী পাইয়াছে অনন্ত জীবন ;
তোমার করুণাময়-নামের গুণে,
বীজ অঙ্কুরিত হয় পাষাণে,
আমি তাই শুনে এসেছিলাম,
আর ত কিছুই জানি না ॥ ৮৭২

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

তেওট।

এক বার এস হে ! ও করুণা-সিন্ধু,
ব্যাকুল হ'য়ে ডাকি তোমারে।
তোমা বিনে পতিতপাবন,
পাপীর গতি নাই আর এ সংসারে।

লোফা।

ও হে অগতির গতি তুমি হৃদয়বিহারী,
সুধানিধি ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসার বারি ;
কাতর প্রাণে যে ডেকেছে পেয়েছে তোমায়,
তবে কেন বঞ্চিত নাথ, তবে কেন বঞ্চিত কর আমারে।
ও নাথ তুমি ত কৃপা-কল্পতরু,—
দেখা দিতে যে হ'বে হে। ( আমি অধম বলে )
ও হে হৃদয়ে জেনেছি আমি, অধম জনার গতি তুমি,
( পাপীর গতি নাই আর )
তুমি আপনি লোকের গুরু হ'য়ে,
পাপীর হৃদয় আপনি দেও ফিরাইয়ে,

এমন কে বা জানে হে। ( পাপী তরাইতে )
ও হে নাথ তোমার প্রেম-সিন্ধু,
জীব যদি পায় তা'র এক বিন্দু সেই বিন্দু হয়,
সিন্ধু-প্রায় তরঙ্গেতে পাপপুঞ্জ ভেসে যায়,
পাপ আর রয় না রয় না। ( তোমার কৃপা হ'লে )।

দশকুশী।

ও হে কলুষ-বাড়বানলে তাপিত হৃদয় মম হে ;
হৃদয় জ্বলে যায় হে ; ( পাপানলে )
দাও হে পদপল্লব-আশ্রয় হে ;
হৃদয় শীতল করি নাথ। ( চরণ-পল্লবের ছায়ায় )
আমি দেখিলাম অনেক করে,
শান্তি নাই এ সংসারে,
তুমি মাত্র শান্তির আলয় হে ;
শান্তি কিছুতেই মিলে না ; ( ধন বল সম্পদ বল )
অধম বলে করিলে ঘৃণা ছাড়ব না তোমায়,
চরণ দিয়ে নিস্তার নাথ, চরণ দিয়ে নিস্তার ভব তুস্তরে। ৮৭৩

অজ্ঞাত।

আয় রে একবার জেনে আয়,
দয়াল-নাম কে আনিল এ ধরায়।
এ নাম স্বর্গেতে গোপনে ছিল রে,
নাম পাপী তরাইতে, ও রে কে আনিল এ ধরায়।
যে নামে পাগল হ'ল গৌর নিতাই রে,
যে নাম রসেতে ভরা, শুনে প্রাণ উদাস হ'য়ে যায়।

( ও রে ) যে নামেতে এত সুধা রে,
সে নামে ডুবে যা'ক পরাণ,
এমন মধুর নাম পেলে কোথায়।
যে নাম নিলে পরে নয়ন ঝরে, প্রাণ শীতল হ'য়ে যায়,
মোরা নেচে নেচে সে নাম গাই।
ও রে নাম ল'য়ে জগাই মাধাই,
পাপছাড়ি চলে যায়, সে নামে আমরা সবাই তরে যাই।
ও রে সে নামেতে ধনী যে জন,
তুচ্ছ সংসারের ধন তা'রে ভুলা'তে পারে না হায়।
ও রে যে নামেতে শোক-দুঃখ যায়,
সে নাম অমিয়ার ধারা, নামে পাগল করিল হায়।
সে নাম এতই মধুর কি বলিব ভাই,
পরাণ কেড়ে ল'য়ে যায়, ( নামে হৃদয় গলে যায় )
তো'রা কে যা'বি রে চলে আয়।
এ নাম পাপীর মুখে শুনতে ভাল রে,
নামে সংসার জ্বালা যায়;
এই নাম বিনে আর শান্তি নাই।
ও রে দয়াল-নামে এত রে সুধা,
পানে বেড়ে যায় ক্ষুধা, এস সব ছেড়ে এ নাম গাই।
এই নাম বিনে আর কি ধন আছে হায়,
নামে পরাণ ভরে যায় ( নামে পরাণ জুড়ায় )
এ নাম কে আনিল এ ধরায়॥ ৮৭৪

সংগ্রহকার।

মধুর দয়াল ব্রহ্মনাম, এ নাম বল বদন ভরে রে।
এ নাম স্বর্গেতে গোপনে ছিল, বল বদন ভরে।
এ নাম পাপীর মুখে শুন্‌তে ভাল, বল বদন ভরে।
এ নাম কোথায় ছিল কে আনিল, বল বদন ভরে।
এ নাম জীব তরাইতে এসেছিল, বল বদন ভরে।
এ নামে পাপ তাপ দূরে যা'বে, বল বদন ভরে।
এ নামে মহাপাপী তরে যা'বে, বল বদন ভরে।
এ নামে পাষাণ হৃদয় গলে যা'বে, বল বদন ভরে।
এ নামে সংসার জ্বালা দূরে যা'বে, বল বদন ভরে।
এ নামে তাপিত হৃদয় শীতল হ'বে, বল বদন ভরে। ৮৭৫

সংগ্রহকার।

---

ব্রাহ্মসমাজের

## প্রথম নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

১৭৮৯ শক।

## অষ্টাত্রিংশ সাম্বৎসরিক।

তো'রা আয় রে ভাই!
এত দিনে দুঃখের নিশি হ'ল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন,
পাপ তাপ দূরে যা'বে জুড়া'বে জীবন।
দিতে পরিত্রাণ করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ;
খুলে মুক্তির দ্বার সকলেরে করেন আবাহন;
সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত,

তথায় দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী সকলে সমান।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যা'র আছে ভক্তি সে পা'বে মুক্তি, নাহি জাত-বিচার।
ভ্রম কুসংস্কার, পাপ-অন্ধকার,
বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্ত্যে আইল ;
কে জাবি আয় বিনা মূল্যে ভব-সিন্ধু পার ;
তো'রা আয় রে ত্বরায় ; এবার নাই কোন ভয়,
পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।
একান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার,
সংসারের মিছে মায়ায় ভুল না রে আর।
চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ নাই,
দীননাথের লইগে শরণ ;
হৃদয়-মাঝে হৃদয়নাথের কর দরশন ;
ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা
প্রভুর কৃপা-গুণে অনায়াসে যাইবে ব্রহ্মধামে॥ ৮৭৬

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

## দ্বিতীয় নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

দয়াময়-নাম, বল রসনায় অবিশ্রাম,
জুড়া'বে প্রাণ নামের গুণে।
জীবের ত্রাণ, সুখশান্তি, তাঁ'র চরণে ;
বল কে আছে আর, করিতে পার, সেই দীনকাণ্ডারী বিনে।
সেই দীননাথ পাপীর গতি, কাঙ্গালের জীবন,
নিরুপায়ের উপায় তিনি অধমতারণ।

দিনান্তে নিশান্তে কর তাঁ'র নাম সঙ্কীর্ত্তন,
নামে মুক্তি হ'বে শান্তি পা'বে যা'বে আনন্দ-ধামে।
সুধামাখা দয়াল-নাম কর রে গ্রহণ,
পাপীর দুঃখ দেখে এ নাম পিতা করেছেন প্রেরণ;
থাক চির দিন ভক্ত হ'য়ে, এ নাম বাঁধ গেঁথে হৃদয়ে,
(ছেড় না রে) স্বর্গের সম্পত্তি এ'ধন রেখ অতি যতনে।
দেখ দেখ চেয়ে দেখ পিতা দাঁড়া'য়ে দ্বারে,
ডাকৃছেন মধুর স্বরে, স্নেহ ভরে প্রেমামৃত লইয়ে করে;
পিতার শান্তি নিকেতনে যেতে, এসেছেন আমাদের নিতে,
চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি করি বদনে।
মুখে দয়াল বল দীনদুঃখী ভাই সবে মিলি,
সেই মধুর নামে পাষাণ গলে, প্রেমসিন্ধু উথলে;
এ'নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন,
এ নাম নগরবাসী ঘরে ঘরে গাও আনন্দ-মনে ॥ ৮৭৭

——— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

## ব্রহ্ম-সঙ্গীত (অতিরিক্ত)।

বড় হংসে সারঙ্গ—চৌতাল।

(তাহার) আরতি করে চন্দ্রতপন,
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ,
তাঁ'র জগত-মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন,
সেই অসীম মহিমা-মগন;

তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন,<br>
আনন্দ নন্দ নন্দ রে ॥<br>
হাতে ল'য়ে ছয় ঋতুর ডালি,<br>
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,<br>
কতই বরণ কতই গন্ধ,<br>
কত গীত কত ছন্দে রে।<br>
বিহগ-গীত গগন ছায়,<br>
জলদ গায়, জলধি গায়,<br>
মহাপবন হরষে ধায়,<br>
গাহে গিরি-কন্দরে,<br>
কত কত শত ভকত-প্রাণ,<br>
হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,<br>
পুণ্য-কিরণে ফুটিছে প্রেম,<br>
টুটিছে মোহ-বন্ধ রে ॥ ৮৭৮

—— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাফি কানাড়া—ঢিমে তেতালা।

বেঁধেছ প্রেমের পাশে ও হে দয়াময়।<br>
তব প্রেমে লাগি দিবা নিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয়।<br>
তব প্রেমে কুসুম হাসে, তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,<br>
প্রেম-হাসি তব উষা নব নব, প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব,<br>
তব প্রেম-তরে ফিরে হাহা করে উদাসী-মলয়।<br>
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,<br>
ভুলে'ছে তোমার রূপে নয়ন আমারি।

জলে স্থলে গগন-তলে, তবু সুধা-বাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে,
ছুটে যেতে চায়, অনন্তেরি পানে,
আকুল হৃদয়ে খোঁজে বিশ্বময়, ও প্রেম-আলয় ॥ ৮৭৯

—— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খাম্বাজ—একতালা।

কত ভাল বাস গো মা মানব-সন্তানে।
(পাপী) মনে হ'লে প্রেমধারা ঝরে দু'নয়নে।
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,
তবু চেয়ে মুখপানে, প্রেম-নয়নে ডাকি'ছ মধুর বচনে;
বার বার প্রেমভরে ডাকি'ছ গো মা,—
প্রেম-বাহু প্রসারিয়ে,— স্নেহে বিগলিত হ'য়ে,—
আয় আয় আয় বলে, অপরাধ ক্ষমা করে,
হাসিমুখে প্রেমভরে,
(ও মা আনন্দময়ী)—জীবের দশা মলিন দেখে;
আমাদেরই জন্তে, স্বর্গ নিকেতনে গো মা!
কত সুখ শান্তি, অতুল সম্পত্তি, রেখেছ যতনে;
নিজ হাতে সাজাইয়ে বিবিধ বিধানে।
তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি নে গো আর,
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া,
হৃদয় ভেদিয়া তব স্নেহ দরশনে,
লইনু শরণ মা গো তব শ্রীচরণে ॥ ৮৮০

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ও হে ধর্ম্মরাজ বিচার পতি,
তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে?
কে কোথা হ'য়েছে সুখী অধর্ম্ম-পাপ আচারে।
দর্পহারী ন্যায়বান, পাষণ্ড দলন নাম,
নাহি কারো পরিত্রাণ, তোমার সূক্ষ্ম বিচারে।
দুর্ম্মতি মানবগণে, কুকর্ম্ম করি গোপনে,
পায় দুঃখ পরিণামে, কর্ম্ম-ফল ভোগ করে।
তুমি দণ্ডদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
দণ্ড দিয়ে মুক্ত কর এ অধম মহাপাপীরে ॥ ৮৮১

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

গভীর অতলস্পর্শ, তোমার প্রেম-সাগরে,
ডুবিলে এক বার কেহ আর কি উঠিতে পারে।
প্রেমিক মহাজন যা'রা, না পেয়ে কুল কিনারা
হ'ল চিরমগন, ফিরিল না আর সংসারে।
কত সুখ-প্রলোভন, প্রেমশান্তি মহাধন,
অনন্ত অগণন, রেখেছ সঞ্চিত করে।
নিত্য-সুখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে,
রেখেছ তাদের চিত্ত একে বারে মুগ্ধ করে ॥ ৮৮২ ঐ

বিভাস—একতালা।

সংসার-মন্দিরে, প্রতি পরিবারে,
করি'ছ বিরাজ ও গো মা জননী।

পরম যতনে, পুত্র-কন্যাগণে,
পালি'ছ আদরে দিবস-রজনী॥
মহা শক্তি-রূপে নারীর হৃদয়ে,
সুকোমল মাতৃ-ভাব প্রকাশিয়ে;
করিলে মোহিত মানবের চিত,
জননী গো তুমি দেখা'লে মূরতি ভুবন-মোহিনী।
প্রকৃতি-মাধুর্য্য রসের আধার,
স্নেহের প্রতিমা, প্রেমের অবতার,
তুমি মাতঃ সকলের মূলাধার,
(দয়াময়ী গো) সাধু ভক্ত সন্তানের হৃদিবিলাসিনী॥৮৮৩

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

নারীর হৃদয়ে মা গো বিহরিছ বরাননে।
তব রূপ যেন তথা হেরি পবিত্র নয়নে॥
সুশীলা সুন্দরী সতী, লজ্জাশীলা পুণ্যবতী,
তোমার প্রেম-মূরতি, হরে পাপ দরশনে।
আহা! কি মধুর ভাব, কমনীয় স্বভাব,
বিদ্যাশক্তি মূর্ত্তিমতী, রঞ্জিত প্রেম-রঞ্জনে॥৮৮৪ ঐ

আলেয়া—যৎ।

(এবার) হরি-প্রেমানলে জলে হ'ব খাঁটি সোণা।
আপনার রূপে আপনি মজে করব প্রেম-সাধনা॥
ভক্তের পদ-যুগলে, নুপূর হ'য়ে নাচব তালে,
বাজব রুণু ঝুনু বোলে মধুর বাজনা।

সোণার বরণ গৌর অঙ্গে, মিশে যা'ব প্রেমরঙ্গে,
গৌর-সঙ্গে হরিনাম করিব ঘোষণা ॥ ৮৮৫

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

আলেয়া-কীর্ত্তন—তেওট।

কবে সহজে মা বলে জুড়া'ব প্রাণ। (দয়াময়ী গো)
এমন কি আছে যেমন মিষ্ট মায়ের নাম।
আমি পারি কি তোমায় ছেড়ে, থাকিতে এ সংসারে,
আছে তোমার সঙ্গে যে আমার প্রাণের টান।
শিশু ছেলের মত, ডাকিব নিয়ত,
করব কোলে বসে স্তন্য-সুধাপান;
এবার পূজিব মায়ের চরণ, হেরিব মায়ের আনন,
(বড় সাধ গো) এবার গাইব বদন ভরে মায়ের গান ॥ ৮৮৬

——
ঐ

বিভাস—ঝাঁপতাল।

হৃদয়-কুটির মম কর নাথ পুণ্যাশ্রম।
বিরাজ আনন্দে তাহে দিবা নিশি অবিরাম ॥
জীবন কর আমার প্রেম-পরিবার,
গৃহ-দেবতা পিতা হ'য়ে থাক হে তাহার;
মঙ্গল শাসনে সদা কর শাসন।
আমি প্রতিদিন ভক্তিভরে, করিব পূজা অর্চ্চনা,
কৃতাঞ্জলিপুটে করিব চরণ বন্দনা;
নিত্য নব নব-জাত প্রেমহারে,
সাজা'ব তব সিংহাসন সুন্দর করে;
গলবস্ত্র হ'য়ে, তোমায় করিব অভিবাদন।

আমার রিপু-পরিচারিকাদল, আনন্দে মিলে সকল,
অনুদিন করিবে তব সেবার আয়োজন ;
ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদে মলিন হ'বে,
তব প্রেম-আবির্ভাবে আত্মা হ'বে স্বর্গধাম ॥ ৮৮৭
—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

মল্লার—একতালা।

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যা'র।
ফলভরে অবনত শাখারি আকার ॥
প্রাপ্ত হয় আত্ম-বিস্মৃতি, ব্যাপ্তি হয় জগতে প্রীতি,
লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার ;
সুখ-দুঃখে সমভাব হৃদয় স্বর্গ তা'র।
কখন হাস্য-বদন, কখন করে রোদন,
কখন মগন মন, বাল্য-ব্যবহার ;
আনন্দে ভাব-সমুদ্রে দিতেছে সঁতার।
শান্ত দান্ত বিবেক যুক্ত, অনাশক্ত জীবন্মুক্ত,
ভজনেতে অনুরক্ত চিত্ত অনিবার ;
কি আনন্দে কর হে তা'র হৃদয়ে বিহার।
তোমার প্রেম লাগি তাহাতে, তা'র প্রেম লাগি তোমাতে,
আনন্দ-লহরী তা'তে, উঠে বারে বার ;
মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।
এমন দিন কি আমার হ'বে, তোমার জন্যে সকল সবে,
তবে সে সম্ভব হ'লে করুণা তোমার ;
"ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলং" জানিয়াছি সার ॥ ৮৮৮
——— বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

ললিত—আড়াঠেকা।

সর্ব্বত্রে বিদ্যমান আছেন অমার হরি।
সকলি র'য়েছে এক হরি অবলম্বন করি ॥
দেখ হরির মূরতি, শান্ত শুভ্র জ্যোতির্জ্যোতিঃ,
আপনাতে করি'ছেন স্থিতি, ব্রহ্মাণ্ডের হার গলায় করি।
জলে হরি স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি,
চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, নক্ষত্রে হরি ;—
সমস্ত আকাশে হরি, সমস্ত জীবেতে হরি,
দশদিকে পূর্ণ হরি, হরিতে সদা বিহরি।
হরি বসন হরি ভূষণ, হরি নয়নের অঞ্জন,
জীবনের জীবন হরি হৃদয়ের ধন,—
অন্তরে বাহিরে হরি, হরিময় সকলি হেরি,
মুখে বল হরি হরি, হরি বলে যেন মরি ॥ ৮৮৯

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

পূরবী আড়াঠেকা।

হ'ল দিবা অবসান।
কর কর পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান ॥
এ শুভ সন্ধ্যা-সময়ে, বিষয়ে বিরত হ'য়ে,
জ্ঞান-প্রদীপ জ্বালিয়ে, কর গৃহ দীপ্তিমান।
পঞ্চ ভূত পঞ্চ দীপে, দেবাদিদেব সমীপে,
কর প্রাণ-মন-সঁপে প্রেম-আরতি-বিধান।
নেত্র-শঙ্খে ঢালি নীর, ঢুলা'য়ে চামর-শির,
করতালি দিয়ে ধীর কর বিভু-গুণ গান ॥ ৮৯০ ঐ

বাউলে—একতালা।

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তা'র থাকে না ভাই আত্মপর॥
প্রেম এমনি রত্নধন, কিছু নাইকো তা'র মতন,
ইন্দ্র-পদকে তুচ্ছ করে প্রেমিক হয় যে জন;
ও সে হাস্য-মুখে সদাই থাকে হৃদয় যুড়ে সুধাকর।-
প্রেমিক চায় না কোন জাতি, চায় না সুখ্যাতি,
ভাবে হৃদয় পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ রটলে অখ্যাতি;
ও তার হস্তগত স্বর্গের চাবি, থাকবে কেন অন্য ডর।
প্রেমিকের চাল্‌টে বে-আড়া, বেদ-বিধি-ছাড়া,
আঁধার কোণে চাঁদ পেলে তাই মুখে নাই সাড়া,
ও সে চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হ'লেও আস্‌মানেতে বানায় ঘর॥

৮৯১ অজ্ঞাত।

---

## সংস্কৃত গীত।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

পুণ্য পুঞ্জেন যদি প্রেমধনঃ কোপি লভ্যেৎ,
তস্য তুচ্ছম্ সকলম্।
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে,
ভাতি তত্ত্বম্ বিমলম্॥
প্রেম-সূর্য্য যদি ভাতি ক্ষণ মেকং হৃদয়ে,
সকলম্ হস্ততলম্॥ ৮৯২ ঐ

---

রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণ রচিত

## সঙ্গীত।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল, আছি ভাল প্রাণে প্রাণে।
কোথায় কুশল তোমার আয়ুর্যাতি দিনে দিনে॥
দারাসুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাথি,
ভাল কর অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে।
মুক্তি-বেদ মতে চল, মিথ্যা মায়ায় কেন ভুল,
ইন্দ্রিয় আছে সবল ভজ সত্য নিরঞ্জনে॥ ৮৯৩

নিমাইচরণ মিত্র।

এ দিন তো রবে না, জীবন জীবন-বিম্ব জানিয়া কি জান না।
ক্ষণ মাত্র পরিচয় কাকস্য পরিবেদনা।
মেঘের সম্বন্ধ যেমন, বায়ু সহকারে মিলন,
বিচ্ছেদ হইবে পুন, অনিল করে চালনা।
দারাসুত বন্ধুজন, হয় একত্র মিলন, বিশেষ হলে তখন,
কোথায় যাবে বল না।
মায়ার্ণব উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিয়ে,
শান্তি ধৈর্য্য যুক্ত হ'য়ে, কর আত্মার সাধনা॥ ৮৯৪ ঐ

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

কেন ভোল মনে কর তাঁরে।
যে বিভু সৃজন পালন সংহারে॥
সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহিক চরণ,
কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর,
নির্ব্বিকার বিশ্বাধার, নিয়ন্তা বল যাঁরে॥ ৮৯৫

নিমাইচরণ মিত্র।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তাঁরে দূর জানি ভ্রম সংসার সঙ্কটে।
আছে বিভু তোমা হ'তে তোমার নিকটে॥
তুমি কেন নিরন্তর, থাক তাঁহ'তে অন্তর,
ভাব সেই পরাৎপর নিত্য অকপটে।
অতএব জ্ঞান-রত্ন, অহরহ কর যত্ন,
জ্ঞান বিনা জন্ম বৃথা, দেখ সত্য বটে॥ ৮৯৬

কালীনাথ রায়।

বেহাগ—আড়া।

ক্ষণমিহ চিন্তা কর সৎস্বরূপ নিরঞ্জন।
ত্যজ মন দেহ-গর্ব্ব খর্ব্ব হবে রিপুগণ॥
সম্মুখে বিষয়-জাল, পশ্চা'তে নিষাদ কাল,
গেল কাল, অন্তকাল ভাব রে এখন।
যাহাতে উৎপত্তি স্থিতি, তাঁহাতে নাহিক মতি,
এ তোর কেমন রীতি, ওরে দম্ভময় মন॥ ৮৯৭ ঐ

কালেংড়া—আড়াঠেকা।

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি মনস্তাপে।

ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,
ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ,
সেই সত্য সব আর অসার এভবে ॥ ৮৭৮

রাজা রামমোহন রায়।

---

রামকেলী—আড়াঠেকা।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
দারাসুত ধনজন সঙ্গে নাহি যায়॥
সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য
ভাব তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।
মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং,
মায়াময় মিদ মখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।
নলিনী দলগত জলমতি তরলং,
তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা,
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।
দিন যামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ,
শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ু।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ,
তরুণ স্তাবত্তরুণী রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপিন লগ্নঃ ॥ ৮৯৯

নীলমণি ঘোষ।

---

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এই হল এই হবে এই বাসনায়।
দিবা নিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায় ॥
মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে,
না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায়।
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং,
শেষাঃ স্থিরত্ব মিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং ॥ ৯০০

রাজা রামমোহন রায়।

---

শঙ্করা—আড়াঠেকা।

ভুল না ভুল না মন নিত্য সত্য সদাত্মাকে।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে অবলম্ব করি যাঁকে ॥
অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর,
সে পদার্থ সারাৎসার, নিরন্তর ভাব তাঁকে।
ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরিহরি,
জ্ঞান-অসি করে ধরি, ছেদ কর মমতাকে ॥ ৯০১

কালীনাথ রায়।

---

সুরট—কাওয়াল।

ভজ অকাল নির্ভরে।
পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে॥
সর্ব্বকাল বিদ্যমান, সর্ব্বভূতে যে সমান,
সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে॥ ৯০২

রাজা রামমোহন রায়।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে।
কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে॥
মাতৃগর্ভ অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে,
অন্তে পুনঃ অন্ধকার সংসার দেখিবে।
প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন,
সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটিবে॥
অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান,
পরহিতে মন দিবে সত্যকে চিন্তিবে॥ ৯০৩ ঐ

বাগেশ্রী—একতালা।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে॥
বিষয়ের দুঃখ নানা, নিবর্ত্তর উপাসনা,
ত্যজ মন এ মন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে॥ ৯০৪ ঐ

রামকেলী—আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে।
তথাপি বিষয়ে মগ্ন সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে॥

গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হল এত,
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।
এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে।
অতএব নিরন্তর চিন্ত সত্য পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে॥ ৯০৫

—— রাজা রামমোহন রায়।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ॥
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার,
মৃত্যু স্মরণে কাঁপে, কাম ক্রোধ রিপুগণ॥
অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্ব্বিশেষ,
মরণ সময়ে বন্ধু, একমাত্র তিনি হন॥ ৯০৬ ঐ

রামকেলী—আড়াঠেকা।

দম্ভ ভাবে কত রবে হবে সাবধান।
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান।
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে,
মুগ্ধ হ'য়ে নিজ দোষ না কর সন্ধান।
রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি,
অথচ অমর বলি মনে মনে জ্ঞান।

অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও,

অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যানঃ॥ ৯০৭

—— রাজা রামমোহন রায়।

গৌরমল্লার—কাওয়ালী।

কেন স্বজন লয় কারণে ভজনা।

হবে না হবে না জনম মরণ যাতনা॥

দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান,

কূপেতে পতিত হয়ে মজো না।

নিশ্বাস হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ,

এখনো চেতন হলো না॥ ৯০৮

—— কৃষ্ণমোহন মজুমদার।

ললিত—একতালা।

বচন অতীত যাহা করে কি বুঝান যায়।

বিশ্ব যাঁর ছায়া হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়,

সাদৃশ্য দিব কোথায়।

যদ্যপি চাহ জানিতে, ঐক্য ভাব করি চিতে,

চিন্তহ তাঁহার।

পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যা ভান,

নাহি আর অন্য উপায়॥ ৯০৯

—— নীলমণি ঘোষ।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব,

ভ্রম পথে ভ্রম অকারণ।

দেহরথ আত্মারথী, বুদ্ধি কর সারথি,

ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব, রাশরজ্জু মন।

বিষয়ে বিরত, মোক্ষপথ আশ্রিয়ে,
পূর্ণব্রহ্ম নিকেতনে কর অবস্থান ॥ ৯১০
নীলমণি ঘোষ।

---

সাহানা—ধং।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান।
উচিত হয় এই করিতে আপনারে যন্ত্র জ্ঞান ॥
ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট মন,
তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন।
তোমারে নিয়োজিত যে করে তারতো পাও প্রমাণ ॥ ৯১১
রাজা রামমোহন রায়।

---

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
যেমন বদন থাকিতে অদন করা নাসিকায় ॥
সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য,
ঘটে পটে যত যাচ্ঞা, সে কেবল কথায়।
দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন,
প্রপঞ্চ বিধান মন, করহ বিদায়।
ত্যজিয়া বাস্তব বোধ, কার জন্য অনুরোধ,
মোক্ষপথ হল রোধ হায় হায় হায় ॥ ৯১২ ঐ

---

একি ভুল মনঃ। দেখিবারে চাহ যারে না দেখে নয়ন।
আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে, যে ব্যাপিল আকাশেরে,
আকাশের মাঝে তাঁরে আনা এ কেমন।
চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত,
তারে দোলাইতে কত, করহ যতন।

পশুপক্ষী জলচর, যে আহার দেয় সরে,
চাহ সেই পরাৎপরে, করাতে ভোজন ॥ ৯১৩

রাজা রামমোহন রায়।

---

নিরুপমেয় উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা,
নাহি হয় সম্ভাবনা।
অচিন্ত্য উপাধিহীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে,
যত সব অর্ব্বাচীনে করয়ে কল্পনা।
পদার্থ ইন্দ্রিয়পর, বিভু সর্ব্ব অগোচর,
বেদ বিধির অন্তর, মন জান না।
বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি,
শ্রবণ মনন তাঁরি, কর সূচনা ॥ ৯১৪ ঐ

---

মন তোরে কে ভুলালে হায়।
কল্পনারে সত্য করি জান একি দায় ॥
প্রাণদান দেহ যাকে, যে তোমার বশে থাকে,
জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায়।
কখন ভূষণ দেহ কখন আহার, ক্ষণেক স্থাপন
ক্ষণে করহ সংহার।
প্রভু বলি মান যারে, সম্মুখে না চাও তারে,
এত ভুল এ সংসারে, কে দেখে কোথায় ॥ ৯১৫ ঐ

---

বিভাস—আড়া।

একি ভুলে রয়েছ মন, বিষয় ভোগে অচেতন।
জান না অনিত্য দেহ করেছ ধারণ ॥

দেহ পঞ্চভূতময়, এই আছে এই নয়,
সকলি অনিত্য হয়, দারাসুত ধনজন।
ভুল না ভুল না আর, ত্যজ দম্ভ অহঙ্কার,
ভজ নিত্য-নির্ব্বিকার, পাপ সন্তাপহরণ॥ ৯১৬

নিমাইচরণ মিত্র।

---

পরজ—আড়াঠেকা।

বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে।
কিন্তু গৃহ-মূল ক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে॥
নিঃশ্বাস হিমের প্রায়, কৃতান্ত তপন তায়,
তীক্ষ্ণকরে করে নাশ, প্রতিক্ষণে ক্ষণে।
ক্রমেতে হইল শেষ, এখনো বুঝ বিশেষ,
যাবে দুঃখ যাবে ক্লেশ, ভাব নিরঞ্জনে॥ ৯১৭

কালীনাথ রায়।

---

এ দুর্গতি গতাগতি নিবৃত্তি না হবে।
যাবৎ কর্ম্মের ফলে প্রবৃত্তি রহিবে॥
দেখিতে সুরঙ্গফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল,
কি ফল সে ফলে বল, যাতে হলাহল পাবে।
কেন ভোগে মুগ্ধ হও, আমি আমি সদা কও,
আশার বশেতে রও, বৃথা প্রাণ যাবে।
অতএব সাবধান, ত্যজি ভ্রমাত্মক জ্ঞান,
ভজ সত্য সনাতন, অমৃত পাইবে॥ ৯১৮

---

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

মায়া বশে রসোল্লাসে বৃথা দিন যায়।
চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের উপায়॥
পড়িলে অজ্ঞান কূপে, ত্রাণ নাহি কোন রূপে,
এখন এই যুক্তি কর বৈরাগ্য আশ্রয়।
দেহ দেহী যে সৃজিল, ইন্দ্রিয়ে চেতন দিল,
বুদ্ধি জ্ঞান আদি সব সহায় জীবনে।
অনুচিত মমচিত, না চিন্তিলে হিতাহিত,
তাঁরে ভোল একি ভুল, হায় হায় হায়॥ ৯১৯

কালীনাথ রায়।

দেশ—তেওট।

নিজ গ্রামে পর গৃহে চোর প্রবেশিলে মন।
লোকে শুনে স্বভবনে সদা ভয়ে ভীত হয়॥
নবদ্বারে দেহ-পুরে, কালরূপী তস্করে,
প্রতিদিন আয়ু হরে, নাহি অন্বেষণ।
মোহ-রাত্রি তমো ঘন, মায়া-নিদ্রা অচেতন,
প্রহরী ন্যাইক কোন, কে করে বারণ,
শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান-অসি করে ধ'রে,
জাগিয়া কৃতান্ত চোরে, কর অন্বেষণ॥ ৯২০ ঐ

এসেছে ব্রহ্মনামের তরণী,
কে যাবি রে তোরা আয় রে আয়।
জীবন আঁধারে দাঁড়ায়ে কেন রে,
বৃথা কাজে ঐ বেলা যে যায়।

ভুবন ভরিয়ে মধুর রবে, আনন্দ লহরী ছুটেছে ভবে,
ব্রহ্ম-কৃপা আজি ডাকিছে সকলে, পাপী তাপী তোরা
আয় রে আয়।
ধনী কি নির্ধন জ্ঞানী কি অজ্ঞান, নাহি দেখে কারো
জাতিকুলমান,
সেই যেতে পারে, ভবনদী পারে, ব্যাকুল অন্তরে
যেতে যে চায়॥ ৯২১

মনোরঞ্জন গুহ।

---

(এত ভালবাস থেকে আড়ালে—সুর।)

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকৃতে।
হায় রে তবে কি মা এমন ক'রে, লুকিয়ে থাকৃতে পারৃতে।
জানি নাম জানিনে, ডাক জানিনে,
আবার জানিনে মা কোন কথা বলৃতে;
তোমায় ডেকে দেখা পাইনে তাইতে,
আমার জনম গেল কান্তে।
দুখ্ পেলে মা তোমায় ডাকি,
আবার সুখ পেলে চুপ ক'রে থাকি ডাকৃতে;
তুমি মনে বসে মন দেখ মা, আমায় দেখা দেও না তাইতে॥
ডাকার মত ডাকা শিখাও, না হয়, দয়া করে
দেখা দেও আমাকে,
আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল
ভুলে যাই নাম করৃতে।

কাঙ্গাল যদি ছেলের মত, তোমার ছেলে হ'ত
তবে পারতে জান্‌তে ;
কাঙ্গাল জোর করে কোল কেড়ে নিত,
নাহি সর্‌ত বল্লে সরতে ॥ ৯২২
হরিনাথ মজুমদার।

বাউলে—সুর।

( "বল কি সন্ধানে যাই সেখানে, মনের মানুষ যেখানে"—সুর। )

আমারে পাগল ক'রে যে জন পালায়,
কোথা গেলে পাব তায়।
তাঁরে না হেরে, প্রাণ কেমন করে, হিয়া আমার ফেটে যে যায়।
আমি সযতনে, যে রতনে, রাখিলাম পুরে হিয়ায় ;
আমার ঘুমের ঘো'রে চুরি ক'রে, সে রতনকে নিল রে হায়।
সে যে ছিল হৃদে, নয়ন মুদে, দেখিতে তাই আঁখি যে চায় ;
সকল ঘর হাতড়ায়ে, নাহি পেয়ে, জলে যে অম্‌নি ভেসে যায়।
আমার ব্যথার ব্যথিত, এমন সুহৃদ্‌ বল কেবা আছে কোথায় ;
ও সেই হারাধনে, ধ'রে এনে, দেখাইয়ে হিয়া জুড়ায় ॥
সে ধন হ'য়ে হারা, পাগলপারা, প্রাণপাখি মোর উড়ে বেড়ায় ;
ওরে জলে স্থলে, আকাশ তলে, কোথায় দেখিতে না পায়।
আমি সব হারায়ে, যে ধন লয়ে, বাস করিতাম এ ঘর তলায় ;
যদি গেল সে ধন, তবে এখন, করে কাঙ্গাল আর কি উপায় ॥
৯২৩ ঐ

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

আর কারে ডাকিব গো মা,
ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে

আমি এমন ছেলে নই মা তোমার,
ডাকিব গো মা যাকে তাকে।
( মা বৈ ছেলের আর কে আছে গো )
মা যদি সন্তানে মারে, শিশু কাঁদে মা মা করে,
ঠেলে দিলে গলা ধরে, ছাড়ে মা মা যত বকে।
মা বইত শিশু জানে না, মা বইত কিছু বলে না,
মা ছাড়া কভু থাকে না,
আমি থাক্‌বো কাকে দেখে ?
জগত জননী হও, পুত্রভার মা গো লও,
মা গো আবদার সও, তাইতে তনয় তোমায় ডাকে। ৯২৪
—— মহারাজ মহাতাপ চাঁদ।

মিশ্র আসাবরী—একতালা।

গেল বিভাবরী
ভুবনমোহিনী ঊষা অই।
শুভ্র বসনে প্রসন্ন বদনে, যতনে কুসুম তুলিছে ঐ;
পূজিবে আনন্দময়ী।
জাগরে ও ভাই, জাগ গো ভগিনী, নয়ন মেলি নেহার অই,
পূর্ণ মঙ্গলা ভুবন উজলা, বিশ্বমনোময়ী মূরতি অই,
লোকমাতা ব্রহ্মময়ী।
নীলিম আকাশে রবির রক্তিমা, মহেশ মহিমা প্রকাশে,
বিহঙ্গ কুজনে ভাসায় ভুবনে, নীরবে রবে কেমনে,
সবে মিলে গাও ব্রহ্মময়ী। ৯২৫
—— ইন্দুভূষণ রায়।

ইমন—চৌতাল।

মধুর সন্ধ্যা, মধুর মিলন, মধুর কণ্ঠে মধুর বাণী,
মধু উচ্ছ্বাস, মধুময় প্রাণ, গাও জগপতি মঙ্গলজয়।
নরনারী সবে মিলে গাও, যোগেশ মহেশ নিরঞ্জনে,
ভবতারণে, প্রাণারামে, গাওরে বিশ্বজনবন্দনে॥ ৯২৬

ইন্দুভূষণ রায়।

দেশ—একতালা।

যাদের চাহিয়ে তোমারে ভুলেছি, তারা তো চাহে না আমারে,
তারা আসে, তারা চলে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু মাঝারে।
দুদিনের হাসি, দুদিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে;
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে।
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই, আপনার মন ভুলাতে;
শেষে দেখি হায়! ভেঙ্গে সব যায়, ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে।
সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ডুবে মরি দুঃখপাথারে;
রবি শশি তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে॥

৯২৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—একতালা।

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা;
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানি না;
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি তাই, শোক-সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব, শোভা সুখ পূর্ণ;
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা অনুগামী।

মোহবন্ধ ছিন্ন কর, কঠিন আঘাতে ;
অশ্রু-সলিল-ধৌত হৃদয়ে, থাক দিবস যামিনী ॥ ৯২৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাফি—কাওয়ালী।

জানি তুমি মঙ্গলময়, জানি তুমি মঙ্গলময় হে—
জানি তুমি মঙ্গলময়, প্রতিপলকে পাই পরিচয়।
সুখে রাখ দুখে রাখ যে বিধান হয়, কিছুতেই নাহি ভয়।
আর যাই কর প্রভু, মোরে ত্যজিবে না কভু,
এই মম ভরসা ; এস প্রভু এস প্রভু হৃদয় মাঝে,
হবে শুভ নিশ্চয় ॥ ৯২৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইমন কল্যাণ—তেওড়া।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো, দুঃখ জ্বালা সেই পাসরে ॥
সব দুঃখ জ্বালা সেই পাসরে।
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী ;
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে।
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে ॥ ৯৩০ ঐ

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অক্ষয় আনন্দধামে চলরে পথিক মন।
পাইবে শাশ্বত সুখ, জুড়াবে দগ্ধ জীবন ॥
সে বড় পবিত্র দেশ, নাহি পাপ তাপ লেশ,
প্রেমানন্দ সমাবেশ, সকল শোক ভঞ্জন।

(তথা) শান্তি নামে পুণ্য নদী, বহিতেছে নিরবধি,
রবে না মনের ব্যাধি, করিলে অবগাহন!
অজস্র অমিয় সুধা, বাঞ্ছাপূরে পাবে সদা,
ঘুচিবে আত্মার ক্ষুধা, সে সুধা করি সেবন।
(তথা) নিত্যানন্দ নিত্যোৎসব, অনন্ত পূর্ণ বৈভব,
অপ্রাপ্য অভাব সব, তখনি হবে পূরণ।
সদাব্রত তৃপ্তি অন্ন, লালসা থাকে না অন্য,
সেবনে কামনা পূর্ণ, চিদানন্দ উদ্দীপন ॥ ৯৩১

অজ্ঞাত।

বাউলে সুর—একতালা।

(ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে—সুর।)

তোমার মত কে আছে আর এ সংসারে?
করুণা কে আর করতে পারে?
হয়ে জগতের জননী, করুণা রূপিনী,
আছ এই বিশ্ব কোলে করে।
কিবা ধন ধান্য ভরা এই বসুন্ধরা,
রেখেছ সাজায়ে জীবের তরে।
(কত যতন করে)
তুমি গৃহের দেবতা, মঙ্গল বিধাতা,
আছ বিরাজিত ঘরে ঘরে;
কিবা অপরূপ শোভা, বালক বৃদ্ধ যুবা,
বেঁধেছ সকলে প্রেম-ডোরে।
(তুমি মায়ের মত)

আমরা এই ভিক্ষা করি, ওহে দয়াল হরি,
সুখে দুঃখে যেন পাই তোমারে ;
তোমায় হৃদয়েতে রাখি, প্রাণ ভরে দেখি,
ডুবে থাকি তোমার রূপ-সাগরে।
( চিরদিনের মত ) ॥ ৯৩২

অজ্ঞাত।

বেহাগ—খৎ।

কেন জাগেনা জাগেনা অবশ পরাণ।
নিশি দিন অচেতন ধূলি-শয়ান।
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে,
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান।
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি ;
তব মাধুরী কেন জাগেনা প্রাণে,
কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান !
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ,
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ ;
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হ'তে দূরে প্রয়াণ ॥ ৯৩৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধুন—ঠুংরি।

অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণামৃত সিন্ধু, কর করুণা কণা দান ॥

শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণ সম,
প্রেম সলিল ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়নে।
যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাক ডাক,
তোমা হ'তে দূরে যে যায়, তারে তুমি রা'খ রা'খ ;
তৃষিত যে জন ফিরে, তব সুধা-সাগর তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে, সুধা করাও হে পান!
তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন হারানু অবহেলে,
কখন ঘুমাইনু হে আঁধার হেরি আঁখি মেলে ;
বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চলে যায়।
হেরিনি প্রেম বয়ান,—
দরশন দাওহে দাওহে দাও
কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ ॥ ৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্তন।

বাউলে সুর—একতালা।

ওহে দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাক্‌ছি হে তোমারে ॥
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে, (ওহে আমার কি পার করবে না হে) (আমি অধম বলে); যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে ॥
যাদের পথ সম্বল, আছে সাধনের বল,
(তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে)

(আমি সাধনহীন তাই রলেম রলেম পড়ে হে)
তারা নিজ বলে গেল চলে, অকূল পারাবারে॥
শুনি কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার
(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে)
(দয়াময় নামে ভরসা বেঁধে হে)
আমি দিন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে॥
আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল
(তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে)
(তাই অধমতারণ বলে ডাকি হে)
ফিকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকূল পাথারে সাঁতারে॥ ৯৩৫

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

---

মনোহরসাই।

দীনহীন জনে দয়া কর দীননাথ হরি।
আমার কেহ নাই সংসারে প্রভু চরণেতে ধরি॥
(দীনদয়াল বট তুমি, অধমতারণ বট প্রভু)
ঘোর পাপানলে, সদা চিত জ্বলে,
কিসে সে অনল নিবারি;
(তব কৃপা-বারি বিনে, কৃপা-সিন্ধু বারি বিনে)
পুড়ে দিবানিশি ভস্মরাশি অন্তর আমারি।
প্রাণে মরি।
(বিষম পাপ অনলে, অনল জ্বালা সহে না হে)
(পাপের জ্বালা সহে না হে, দীনবন্ধু চেয়ে দেখ)

তাই হে দীনবন্ধু, হরি দয়াসিন্ধু,
আমি এই ভিক্ষা করি,
( চরণ কল্পতরু মূলে, তব অভয় চরণ তলে )
তব প্রেমজলে কুতূহলে ডুবে রইতে পারি জন্মের মত ;
( গভীর জলে মীন যেমন, সাগর জলে পাষাণ যেমন )
( চিরশান্তি লাভের তরে, হৃদয় জ্বালা নিবারিতে )
( জন্মের মত ডুবে রব )
অনল নাহি রবে, প্রাণ শীতল হবে, প্রেমনীরে স্নান করি।
( বারিধারায় অনল যেমন, পাপীহৃদয় শীতলকারী )
ভবক্ষুধা নাহি রবে পান করি, প্রেমবারি, প্রাণভরি।
( তব প্রেমামৃত পানে, প্রেমসুধা পান করি ) ॥ ৯৩৬

---

অজ্ঞাত।

বিশ্বরাজ হে আমায় কেন ডাক সখা বলে আর।
( আর ডেক না ডেক না ) ( অমন করে সখা বলে )
তোমার মধুমাখা ডাকে হরি,
আমি নিদারুণ লাজে মরি ;
( আর ডেক না ডেক না )
কলুষ-সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয় হে ;
তার কি গুণে ভুলিয়ে পুণ্যময় হরি,
সখা বলে ডাক তায় হে। ( এ কি ভালবাসা )
যেজন মোহমদে মত্ত, সদাই উন্মত্ত,
গরবে গর্ব্বিত রয় হে, তার কি গুণ স্মরি,
দেবদুর্ল্লভ হরি, সেধে ভালবাস তায় হে।

( অবাক হই হে হরি )
আমি বুঝিনু এখন, পতিতপাবন, তোমার প্রেমের রীত ;
যে জন চাহে না তোমারে, চাও তুমি তারে,
সাধিয়ে বল সুহৃদ।
( তোমার প্রেমের সীমা কোথায় প্রভু )
আমি থাকি সদা ঘুমের ঘোরে,
কেন ডেকে পাগল কর মোরে।
( আর ডেক না ডেক না ) ( এমন নরাধমে )
যদি ছাড়িবে না দীনবন্ধু, দেখাতে ঐ প্রেমসিন্ধু,
তবে প্রেমে বন্দী কর মোরে, ( আর ছেড় না ছেড় না )
(দীনহীন পাপী বলে) ( নৈলে আর ডেক না ডেক না)
( এমন করে বারে বারে ) ॥ ৯৩৭
পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

---

পিলু—খয়রা।

বলরে বলরে বলরে ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং,
পাইলে ব্রহ্মকৃপার বিন্দু হইবে শীতলং।
হৃদয় কাননে ফুটিবে ফুল,
চারিদিক হবে সৌরভে আকুল,
ব্রহ্ম কৃপাগুণে অবশ হৃদয় হইবে সবলং।
জীবনের যত পাপতাপ ভার,
ব্রহ্ম কৃপাগুণে হবে ছার খার,
মরণ ঘুচিবে জীবন বাঁচিবে, হইবে নির্ম্মলং।

হইবে হৃদয়ে আনন্দ অপার,
উথলিবে প্রেম-সিন্ধু পারাবার,
দেখেছ না যাহা দেখিয়ে এবার, হইবে বিহ্বলং।
কি ভয় ভাবনা ব্রহ্ম কৃপাগুণে,
কি করিবে শোক তাপের আগুণে,
কালী কয় বল কর সেইগুণে, হইও না বিকলং ॥ ৯৩৮

কালীনারায়ণ গুপ্ত।

## কীর্ত্তন।

( হরি বল বল জগাই মাধাই—সুর। )

খেমটা।

ব্রহ্মনাম কি মধুরবে ভাই।
নামের বালাই লয়ে মরে যাই ॥
নামে পাষাণ গলে, ভাসে জলে,
মরলে নবীন জীবন পাই।
নাম স্মরণেতে হয়, প্রাণে মধুর প্রেমোদয়,
( যাহা ) প্রাণে উঠে প্রাণে ফুটে, প্রাণেতেই লয় ;
এ নাম স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল ছেড়ে হৃদয় ঘরে করে ঠাঁই।
নাম স্মরণে সরল, যত মনেরি গরল,
আলোর কাছে আঁধার যেমন তেম্নি অবিকল ;
এমন জাগ্রত জীবন্ত নাম আর জন্মে কভু শুনি নাই।
নাম নিতে নিতে বল, আবার অনন্ত সম্বল,
তাই বলি মন পায় ধরে তোর ব্রহ্ম নামটি বল ;
এই নাম নিয়ে বাঁচ কি মর কিছুতেই ক্ষতি নাই।

এই নামেরি ঠাটে, আঁধার কুয়াসা কেটে,
প্রেমের সূর্য্য উদয় হয়ে, শুভদিন ঘটে ;
নামে যমকে যেমন যমে ধরে, মানে না সে ডাক
দোহাই ॥ ৯৩৯

কালীনারায়ণ গুপ্ত।

---

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমারি জয় তোমারি জয়, তব প্রেমে প্রভু সব পরাজয়।
যে জন চায় সে তো তোমায় পায়,
যে জন না চায় সেও তোমায় পায়।
ঘোর পাপে পাপী মানব তনয়,
প্রচণ্ড দৈত্যের সম যদি হয়,
তব প্রেম-ফাঁদে যখন পড়ে যায়,
তখনই সে তৃণ সম হয়।
অহঙ্কারে মত উন্মত্ত প্রায়,
ধরা যার কাছে সরা জ্ঞান হয়,
তব প্রেম আস্বাদন যদি একবার পায়,
শত পদাঘাতেও পায়েতে লুটায় ( তৃণ সম )
তোমার কথায় তোমারি সেবায়,
যার প্রাণ যায়, সেই প্রাণ পায়,
মম মন প্রাণ সততই যেন
তব প্রেম-সুধা পানে মত্ত হয় ॥ ৯৪০ অজ্ঞাত।

---

## কীর্ত্তন।

( হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে—সুর। )

ব্রহ্মনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে,
বল্‌রে ভাই মধুর স্বরে।
পরম ব্রহ্ম নামটী সাধন ক'রে, কত পাপী গেল তরে,
( আমার মত কত পাপীরে )
তাই প্রাণ ভরিয়ে নামটী কর বলিরে তাই পায় ধরে।
ধন প্রাণ মান বল কিছু নাহি থাক্‌বেরে
( যাদের ভাল বাস রে )
পরম ব্রহ্ম অক্ষয় ধন হৃদয় দাও হে তাঁহারে ॥ ৯৪১
চণ্ডীকিশোর কুশারি।

---

বাউলে সুর—খেমটা।

তোরা বলে করবে কি।
মরি হায় রে, আমি সংসারের সার,
ব্রহ্ম-প্রেমহার হৃদে পরেছি।
আমি ব্রহ্ম-প্রেমে পাগল হ'য়ে, আপনায় হারায়েছি।
পাগলের মান অপমান বোধ আছে কি?
পাগলের জাতিভেদ জ্ঞান আছে কি?
আমি নিন্দ প্রশংসার ধার ধারি কি?
আমি ব্রহ্মকৃপার অক্ষয় কবচ প্রাণে ধরেছি ॥ ৯৪২

---

বাউলে সুর।

ব্রহ্ম নামটি ধ'রে থাক পড়ে, দেখ্‌বিরে মন যাবি তরে।
তোমার ঘরের মাঝে গুরু আছে,
জেনেও কি মন জান্‌লি নারে;
মিছে ভ্রমে ভুলে মর্‌ছিস্ ঘুরে, এ ভ্রান্তি কি যাবে নারে।
ব্রহ্ম পাবে বলে শাস্ত্র খুলে কি দেখিছ তার ভিতরে,
ব্রহ্মশাস্ত্রে নাইরে, বিচার ক'রে দেখ, আছেন হৃদ-কুটিরে।
ব্রহ্মনাম সাধন ক'রে, এ সংসারে কত পাপী গেল তরে,
তাই ধৈর্য্য ধরে সাধন করে, চলে যাওরে ভবের পারে॥

৯৪৩ চণ্ডীকিশোর কুশারি।

---

ভজন।

যেজন ব্যাকুল প্রাণে—তোমারে ডাকে,
অনায়াসে সেত তরে যাবে,
যে তোমারে ডাকে না, তার কি গতি হবে না,
চিরদিন পাপে পড়ে রবে।
শুনেছি তোমার বড়ই দয়া, পতিত মানব সন্তানে,
ঘোর পাতকী আমি, জান ত অন্তর্যামী,
চাহ একবার করুণা নয়নে।
আমি ডুবেছি ডুবেছি, সংসার পাথারে,
উঠিতে পারি না নিজ বলে,
যতবার উঠিতে চাই, ততই ডুবিয়ে যাই,
তুমি আমায় তোল করে ধরে।

বড় শ্রান্ত হয়ে তোমারে ডাকি, অবসন্ন হতেছে যে প্রাণ,
সাঁতারি শকতি নাই, স্রোতেতে ভাসিয়ে যাই,
ধরিবার নাই তৃণ খান।
আমার আশা ভরসা, কিছুই নাই আর,
তুমি যদি রাখ তবে থাকি,
বল আর কোথা যাই, এ দুঃখ কারে জানাই,
তুমি বিনা আর কারে ডাকি।
তোমার পতিতপাবন নামের গুণে, কত পাপী হইল উদ্ধার,
এ পাতকী অধমে, তারহে নিজগুণে,
জয় জয় হউক তোমার॥ ৯৪৪

ব্রজলাল গাঙ্গুলী।

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

## শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, দেওয়ান রঘুনাথ রায় ( দেও-
য়ান মহাশয় ), দেওয়ান রামদুলাল মুন্সী, আশু-
তোষ দেব ( ছাতুবাবু ), কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
প্রভৃতি সাধকগণের শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত
( মালসীগান )

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক হারাম্ নই শঙ্করী॥
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সহিতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যা'র কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি॥
অৰ্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি॥
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে ত মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের, বালাই ল'য়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাই ত, সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি॥ ৭৪৫

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

ডুব দে মন কালী ব'লে।

হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥

রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে।

তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥

জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে।

তুমি ভক্তি করে কুড়া'য়ে পা'বে, শিব-যুক্তি মতন চাইলে॥

কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে।

তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও,

ছোবে' না তা'র গন্ধ পেলে।

রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।

রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে ফলে॥ ৯৪৬

রামপ্রসাদ সেন।

---

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমায় ঘুরা'বে কত?

কলুর চোক-ঢাকা বলদের মত॥

ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছে অবিরত।

তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত॥

মা-শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।

দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত।

দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, তরে গেল পাপী কত।

একবার খুলে দে মা চক্ষের ঠুলী, দেখি শ্রীপদ মনের মত।

কু-পুত্র অনেক হয় মা, কু-মাতা নয় কখন ত।

রামপ্রসাদের এ আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥ ৯৪৭ ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না॥
ও রে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তাই জান না।
জগৎকে সাজাচ্ছেন্ যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ও রে কোন্ লাজে সাজা'তে চাস্ তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ও রে কোন্ লাজে খাওয়াইতে চান্ তাঁয়,
আলোচাল আর বুট ভিজানা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাই কি জান না।
ও রে, কেমনে দিতে চাস্ বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা॥ ৯৪৮

—— রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পা'বে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া॥
নয়ন থাকিতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া-রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভাল বাসে, বুঝা যা'বে মৃত্যু-শেষে।
মোলে দণ্ড দু'চার কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবর-ছড়া॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসি, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া॥

অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায়ে দিবে, চার কোণা মাঝখানে ফাড়া॥
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালীকাতারা।
বের হ'য়ে দেখ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া॥ ৯৪৯

রামপ্রসাদ সেন।

জংলা—একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যান-কালে, আনন্দ সাগরে ভাসী।
ও রে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥
কালী-নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা।
ও রে অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলারাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান, বলে পিতৃঋণে পা'বে ত্রাণ।
ও রে যে করে কালীর ধ্যান, তা'র গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ও রে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তা'র দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ও রে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
ও রে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী॥ ৯৫০

ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমীন র'লো পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোণা।

কালীর নামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরূপ হ'বে না;
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তা'র কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দ শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন ভেবে, (মন রে আমার) যতন করে,
চুটয়ে ফসল, কেটে নে না।
গুরু রোপন করেছেন বীজ, ভক্তি-বারি তায় সেঁচ না।
ও রে একা যদি (মন রে আমার) না পারিস্ মন,
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না॥ ৯৫১

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

ও রে মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি॥
গুরুদত্ত রত্ন ভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হ'বে কি,
মহাজনকে মজাইলি॥ ৯৫২ ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

আয় মন বেড়া'তে যাবি।
কালি-কল্পতরুর তলে গিয়া, চারি ফল কুড়া'য়ে খা'বি॥
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জায়া, তা'র নিবৃত্তিরে সঙ্গে ল'বি।
ও রে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব-কথা তায় সুধা'বি॥

অশুচি শুচিকে ল'য়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হ'বে, তখন শ্যামা-মাকে পা'বি ॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়া'য়ে দিবি।
যদি মোহ-গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য-খোঁটা ধরে র'বি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দু'টো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু-মাঝে ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু! বাছা! বাপের ঠাকুর!
মনের মতন মন হ'বি ॥ ৯৩

রামপ্রসাদ সেন।

গৌরী গন্ধার—একতালা।

মা-মা বলে আর ডাকব না।
ও মা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা!
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী;
ঘরে ঘরে যা'ব, ভিক্ষে মেগে খা'ব,
মা বলে আর কোলে যা'ব না।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে;
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচে না।

ভনে রামপ্রসাদে মায়ের কি এ সূত্র,
মা হ'য়ে হ'লি মা সন্তানের শত্রু ;
দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুনঃ কঠোর যন্ত্রণা ॥ ৯৫৪

রামপ্রসাদ সেন।

---

গড়া ভৈরবী—খৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কা'র নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে ॥
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই বলে।
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে ॥
যা'র জন্ত মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যা'বে চলে।
সেই প্রিয়সী দিবে গোবর-ছড়া অমঙ্গল হ'বে বলে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাকৃবি কালী কালী বলে,
কি করিতে পারবে কালে ॥ ৯৫৫ ঐ

---

প্রসাদী সুর—একতালা।

গেল দিন মিছে রঙ্গরসে। *
আমি কাজ হারা'লেম কালের বশে ॥
যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলেম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে ॥
এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥

---

* কাজ হারালেম কালের বশে।
মন মজিল রতি রঙ্গ রসে ॥ } এইরূপও পাঠ আছে।

যম আসি শিয়রে বসে, ধরবে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজা'য়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডীবেশে॥
হরি হরি বলি, শ্মশানে ফেলি, যে যা'র যা'বে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল, অন্ন খা'বে অনায়াসে॥ ৯৫৬

রামপ্রসাদ সেন।

---

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার বাজি ভোর হ'লো।
মন কি খেলা খেলা'বে বল॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর, করে ভর, মন্ত্রীটি বিপাকে মলো॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটালো।
তা'রা চলতে পারে সকল ঘরে; তবে কেন অচল হ'লো॥
দু'খান তরী নিমক ভরি, বাদাম তুলি না চলিল।
ও রে এমন সুবাতাস পেয়ে, ঘাটের তরী ঘাটে র'লো॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মোর কপালে এই কি ছিল।
ও রে অতঃপরে কোণের ঘরে,
পীলের কিস্তে মাত হইল॥ ৮৫৭ ঐ

---

সোহিনী বাহার—আড়খেমটা।

ও মা! হর গো তারা মনের দুঃখ।
আর তো দুঃখ সহে না॥
যে দুঃখ গর্ভ-যাতনে, মা গো জন্মিলে থাকে না মনে।
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা॥

জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মা গো যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুই কি জানবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না॥
রামপ্রসাদে এই ভনে, দ্বন্দ্ব হ'বে মায়ের সনে।
তবু র'ব মার চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না॥ ৯৫৮

রামপ্রসাদ সেন।

---

পিলু বাহার—যৎ।

ও রে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয়-কালী বলে;
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা;
আমার জ্ঞান-শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটী,
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি ব'লে তারা মা;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা,
খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে॥ ৯৫৯ ঐ

---

প্রসাদী সুর—একতালা।

কেন গঙ্গাবাসী হ'ব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন, পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণ-তলে কত শত, গয়া গঙ্গা দেখ্‌তে পা'ব॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ ল'ব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব॥ ৯৬০ ঐ

---

টুরি জারেনপুরী—একতালা।

আমায় ছোঁ'ও না রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে॥
শোন রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়েছে,
( ও রে শমন রে )
আমি ছিলেম গৃহবাসী কেলে সর্ব্বনাশী,
আমায় সন্ন্যাসী করে'ছে॥
মন-রসনা এই দু'জনা কালীর নামে দল বেঁধেছে,
( ও রে শমন রে )
ইহা ক'রে শ্রবণ রিপু ছয় জন, ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে॥ ৯৬১

রামপ্রসাদ সেন।

---

প্রসাদী সুর—একতালা।

মায়ের এম্নি বিচার বটে!
যে জন দিবা নিশি দুর্গা বলে, তা'রি কপালে বিপদ ঘটে॥
হজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত-শুনানি হবে মা নিস্তার পা'ব এ সঙ্কটে॥
সওয়াল জবাব কয়ব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ও মা ভরসা কেবল শিব-বাক্য, ঐক্য বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে শমন-ভয়ে মা, ইচ্ছে হয় যে পালাই ছুটে।
যেন অন্তিম কালে, দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে॥

৯৬২ ঐ

---

ললিত বিভাস—আড়খেমটা।

কালীর নামে গণ্ডী দিয়া আছি দাঁড়াইয়া।
শুন রে শমন তো'রে কই, আমি তো আটাসে নই,
তো'র কথা কেন র'ব স'য়ে।

ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে খা'বে ছলকো দিয়ে ॥
কটু বললি সাজাই পা'বি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্তদলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে ॥
শ্রীরামপ্রসাদে জেন, কয় শ্যামা-গুণ গেয়ে।
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যা'ব, চক্ষে ধূলা দিয়ে ॥ ৯৬৩

রামপ্রসাদ সেন।

ললিত খাম্বাজ—একতালা।

তিলেক দাঁড়া ও রে শমন, বদন ভরে মা'কে ডাকি রে।
আমার বিপদ-কালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কি না এসেন দেখি রে।
ল'য়ে যা'বি সঙ্গে করে, তা'র একটা ভাবনা কি রে।
তবে তারা নামের কবচ-মালা, বৃথা আমি গলায় রাখি রে।
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের প্রজা।
আমি কখন নাতান কখন সাতান,
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি রে ॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে।
যাঁর ত্রিলোচন পেল তত্ত্ব,
আমি অন্ত পা'ব কি রে ॥ ৯৬৪ ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পা'ব টাকার তোড়া ॥
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা-মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাঁচ-মূলে কাঞ্চন বিকা'লি,
ছি ছি মন তো'র কপাল পোড়া ॥

কর্ম্ম-সূত্রে যা আছে মন, কেবা পা'বে তা'র বাড়া।
মিছে এ দেশ সে দেশ করে বেড়াও,
বিধির লিপি কপাল-যোড়া॥
কাল করি'ছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ও রে সেই কালের কর বিনাশ, শ্যাম ধর রে মন্ত্র সোঁটা।
প্রসাদ বলে ভাবি'ছ কি মন, পাঁচ সোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচ পাঁচি,
তোমায় করবে তোলা পাড়া॥ ৯৬৫

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানব তরি কারণ জলে॥
বানিজ্য করিতে এলে, মন ভব-নদীর জলে।
ও রে কেউ করিল দুনো ব্যাপার, কেহ বা হারাল মূলে॥
ক্ষিত্যপ তেজ, মরুৎ ব্যোম, বোঝাই আছে নায়ের খোলে।
ও রে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গুঁড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে॥
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে, পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশা'য়ে যাবে,
কি হ'বে তা'ই প্রসাদ বলে॥ ৯৬৬ ঐ

পিলু বাহার—যৎ।

মা বলে ডাকিস্ না রে মন, মাকে কোথা পা'বে ভাই;
থাকলে এসে দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।

গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশ-পত্র ধারণ করে ;
ও রে অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে, কালশৌচে কাশী যাই ॥ ৯৬৭

রামপ্রসাদ সেন।

---

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী গো কেন লেংটা ফির।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার ॥
বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মা গো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর।
আপনি লেংটা পতি লেংটা, শ্মশানে মশানে চর।
মা গো আমরা সবে মরি লাজে,
এবার মেয়ে-বসন পর ॥ ৯৬৮ ঐ

---

প্রসাদী সুর—একতালা।

হ'য়েছি মা জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা ॥
ঐ যে মন ক'রিছে জামিনদারী, নেচে উঠে ছ'টা বাদী।
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তা'রা ছ'টা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো, পুর হ'তে দূর করে দি।
বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ-পুরে থাকি, পার হ'য়ে যাই ভব-নদী ॥
হুজুরে তজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী বাদী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা দি ॥

মাতা আদ্যা, মহাবিদ্যা, অদ্বীতীয় বাপ অনাদি।
ও মা, তোমার পুতে, সতিন-সুতে,
জো'র করে কা'র কাছে কাঁদি॥
প্রসাদ ভনে, ভরসা মনে, বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি,
আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥ ৯৬৯

রামপ্রসাদ সেন।

---

খট্ ভৈরবী—পোস্তা।

জানি গো জানি গো তারা, তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে,
কারু পেটে ভাত গেঁটে সোণা॥
কেহ যায় মা পাল্কি চড়ে, কেহ তা'রে কাঁধে করে।
কেহ শালের উপর দেয় দোশালা,
কেহ পায় না ছেঁড়া তেনা॥ ৯৭০ ঐ

---

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি কি দুখেরে ডরাই।
আমার দুখে দুখে জন্ম গেল,
আর কত দুখ দেও দেখি চাই।
বিষের ক্রিমির বিষে কি ভয়,
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখে সদাই,
(আমি) তেম্নি দুখের ক্রিমিবটি,
দুখের বোঝা নিয়ে বেড়াই।

আগে পাছে দুঃখ চলে মোর,
যদি কোন স্থানে মা যাই,
( আমি ) দুখের বোঝা নিয়ে চলি,
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নামা খানিক জিরাই,
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই ॥ ৯৭১

রামপ্রসাদ সেন।

---

## রামপ্রসাদের মৃত্যুকালের সঙ্গীত।

মূলতানী—একতালা।

কালী-গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু-তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে ॥
দক্ষিণ-বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল, কাল র'বে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অনিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পালাইবে ধেয়ে ॥ ৯৭২ ঐ

---

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে। এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হ'বি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যা'বি,
কেহ বলে সালোক্য পা'বি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ও রে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়া'লে।

এক ঘরেতে বাস করি'ছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি,
যে যা'র স্থানে যা'বে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তা'ই হ'বি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে॥ ৯৭৩

রামপ্রসাদ সেন।

মূলতানী—একতালা।

নিতান্ত যা'বে দিন এ দিন যা'বে, কেবল ঘোষণা র'বে গো।
তারা-নামে অসংখ্য কলঙ্ক হ'বে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসে'ছি ঘাটে;
ও মা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে ল'বে গো।
দেশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়;
ও মা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পা'বে গো।
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো॥ ৯৭৪

ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

তারা! তোমার আর কি মনে আছে?
ও মা, এখন যেমন রাখলে সুখে, তেমি সুখ কি পাছে?
শিব যদি হ'ন সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি;
মা গো ও মা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে।
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই;
মা গো ও মা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে॥

প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণায় জোর বড় ;
মা গো ও মা, আমার দফা হ'ল রফা দক্ষিণা হয়েছে ॥ ৯৭৫

—— রামপ্রসাদ সেন।

[ রণ বিষয়ক। ]

কালেংড়া—ঠুংরি।

হের কা'র রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।
কে রে, নব-নীল-জলধর-কায় হায় হায়,
কে রে, হর-হৃদি-হ্রদ-পদ্মে দিগবাসে।
কে রে, নির্জ্জনে বসিয়া, নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী ;
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেম-ডোরে,
রাখি হৃদি-সরোবরে, হিল্লোলে ভাসে।
কে রে, নিন্দিত-রামকদলীতরু, হেরি উরু,
দর দর রুধির ক্ষরে, যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে ;
অতি রোষ বলে, ভুজঙ্গমদলে, নাভিপদ্ম-মূলে,
ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে।
কে রে উন্নত কুচকলি, মুখশতদলে অলি,
গুন্ গুন্ করিয়া বেড়ায়,
যেন বিকশিত সিতাম্ভোজ বনরোহায় ;
কিবা ওষ্ঠ-শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর-মনলোভা,
যেন আসব-আবেশ, শিশু সুধা ভাসে !
কে রে কুন্তলজাল-আবৃত মুখমণ্ডল, লম্বিত চুম্বি ধরায়,
তাহে ভুরুধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা ;

অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শিতি-মূলে দোলে, কি চকোর খেলে,
কিবা অরুণ-কিরণে গজমতি হাসে।
কত হুহ্বা হুঙ্কবী নাচি'ছে ভৈরবী,
হিহি হিহি করিছে যোগিনী,
কত কটরা ভরিয়া, সুধা যোগায় অমনি ;
রামপ্রসাদ ভনে, কাজ নাই রণে, এ বামার সনে,
যাঁ'র পদতলে, শব ছলে আশুতোষে ॥ ৯৭৬

—— রামপ্রসাদ সেন।

## শিব-সঙ্গীত।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।
শিঙ্গা করি'ছে ভভ ভম্ ভম্, ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম ববম্,
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া ॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাথ, শ্মশানে ফিরি'ছে গাইয়া।
কটীতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগ-যজ্ঞোপবিত ভাল, গরজে গরবে মানিয়া ॥
শশধরকলা ভালে শোভে, নয়ন-চকোর অমিয় লোভে,
স্থিরগতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া।
আধ চাঁদ কিবা করে চিকি মিকি,
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥
বিভূতি-ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ-অরুণ অধরদেশ,
শব-আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগীয়া।

বৃষভ চলি'ছে খিমিকি খিমিকি,
বাজা'য়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল ত্রিমিকি, ত্রিমিকি, হরিগুণে হর নাচিয়া ॥
বদন-ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরি উঠি'ছে কল কল কল, জটা-জুট-মাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহি'ছে এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করি'ছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম-ডোর, নিজগুণে লহ তারিয়া ॥ ৯১৭

রামপ্রসাদ সেন।

---

## শিব সাধনা।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল! জয় জয় ডাকে কালী,
ঘন ঘন করতালি, বমবম্ বাজাইয়ে গাল ॥
ভক্তে ভয় দেখা'বারে, চতুষ্পদ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ লম্বিত জটাজাল ॥
শমন-সমান দর্প, প্রথমে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল। ভয় পায় ভূতে মারে,
আসনে তিষ্ঠেতে নারে, সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল ॥
যে জন সাধক বটে, তা'র কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হ'য়ে বলে ভাল ভাল। মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর,
করাল বদনী জোর, তুই জয়ী ইহ-পরকাল ॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল॥ ৯৭৮

রামপ্রসাদ সেন।

---

## দাশরথী রায়ের মালসী ও মৃত্যুকালের সঙ্গীত।

লুম ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

তো'রা সব ফিরে যা ভাই তিন্থ রে।
আমি যা'ব না যেতে পারব না,
ভবে আস্‌তে হ'য়েছে একা, যেতে হ'বে একা রে।
আমার যত কিছু ধন কড়ি, ঘর দরজা বাগান বাড়ী,
সকল ধনের অধিকারী তিনকড়ি ভাই তুমি রে,
হ'য়ে বিচক্ষণ, কর রে রক্ষণ,
ঘরে বিধবা রমণী রইল তা'রে অন্ন দিও রে,
ও রে তো'রা ভাবিস রে একা, আমি কিন্তু নইরে একা,
বসে আছি আমি মায়ের কোলে রে।
বলে ভগবান, যদি বের হয় রে প্রাণ,
অন্তিম কালে দাশরথির ভাগিরথীর তীরে রে॥ ৯৭৯

দাশরথী রায়।

---

বদনে বল কালী, আজ ম'লে ত্থ'দিন হ'বে রে কালী।
কালী কালী যদি বল্‌তেম রে সকালে,
তবে কি রে আমায় ছুঁতে পারে কালে,

আমায় নিয়ে যায় যমদূত কালে,
সঘনে বদনে বল রে কালী।
দাশরথির মনে আছে রে এই কালী,
কালী কালী বলে ঘুচাও মনের কালী,
অঙ্গে লিখ কালী, মুখে বল কালী,
কালের মুখে এখন পড়বে রে কালী॥ ৯৮০

দাশরথী রায়।

---

আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায়।
মা আমার অম্বুপায়।
ভজন পূজন বিসর্জ্জন দিয়ে জননী গো,
বিষয়-বিষ ভোজনে প্রাণ যায়॥
জঠরে যাতনা পেয়ে বল্লেম,
এবার ভক্তিতে তোমায় আমি ভবে চল্লেম,
সুপুত্র হ'ব র'ব স্বপদে, ত্রিপত্র দিব তব শ্রীপদে,
ও হে ধরায় পতিত হ'য়ে, র'য়েছি পতিত হ'য়ে,
পতিতপাবনী ভুলে মা তোমায়॥
হ'লো না সাধন, আর হয় না,
হে দুর্গে মা আমারি দুঃখ ত আর সয় না,
অপার দাশরথী শঙ্করী, হয় না মানস বশ কি করি,
মা যদি মোরে মনে করি, স্বগুণে বন্ধন করি,
মুক্ত কর মুক্তকেশী এ ভব-বন্ধন-দায়॥ ৯৮১ ঐ

---

বাগেশ্রী—একতালা।

এ কি বিচার শঙ্করী, কৃপা-তরী পেলে ধন্বন্তরি।
অনিত্য গৌরব সদা অঙ্গে দাহ,
আমার কি ঘটিল পাপ-মোহ,
ধন-জন-তৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি॥
ও মা অনিত্য আলাপ কি পাপ-প্রলাপ,
সদত গো সর্ব্বমঙ্গলে,
মায়ারূপ কাল-নিদ্রা সদা দাশরথীর নয়নযুগলে,—
হিংসারূপ হ'ল সেই উদরে কৃমি,
মিছে কাযে ভ্রমি, সেই হ'ল ভ্রমি,
এ রোগে কি বাঁচি তন্নামে অরুচি, দিবস সর্ব্বরী॥ ৯৮২

দাশরথী রায়।

মূলতান—একতালা।

দোষ কারু নয় গো মা। স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা॥
ষড়রিপু হ'ল কোদণ্ড-স্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র-মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপ ব্যাপিল কালরূপ জল, কাল-মনোরমা॥
আমার কি হ'বে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী,
বিগুণ ক'রেছি স্বগুণে, কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথীর অনিবার বারি নয়নে;
বারি ছিল কক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
তবে তরি চরণ-তরী দিলে ক্ষমঙ্করী করি ক্ষমা। ৯৮৩ ঐ

একতালা।

জীব-মীন রে, জীবন গেল।
পেয়ে কাল, কাল হ'য়ে কাল ধীবর এল ॥
বিষয়-বারি ক্ষেত্রে, টানে রে কর্ম্মসূত্রে, পাতিয়ে জঞ্জাল-জাল
কেন আশ্রয় কল্লি এ সংসার-বারি,
কাল যা'তে জাল ফেল্‌তে অধিকারী,
এ পাপ-বারি পরিহরি কালীর চরণ-গম্ভীর-জলে চল ॥ ৯৮৪

দাশরথী রায়।

---

মুলতান—একতালা।

জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি, করি জ্ঞান-তূণ,
রসনা ধনুকে বেঁধে প্রেমগুণ,
কালীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তা'তে সংযোগ করে ॥
আর এক যুক্তি রণে চাই না রথরথি,
সব শত্রু নাশের হবে সুসঙ্গতি,
জীব রে রণ-ভূমি যদি পায় দাশরথী,
ভাগীরথীর তীরে ॥ ৯৮৫ ঐ

---

কে জানে তোমায় তারা, তুমি সাকারা কি নিরাকারা?
বাক্যেতে কহিতে নারি, বর্ণেতে বর্ণিতে হারি,
ন ষণ্ড ন পুমান নারী, ব্যোম-আদি ধরা।
হিতার্থে উপাধি দিয়ে, কোনমতে নাম ল'য়ে
হই যেন সারা ॥ ৯৮৬

নীলমণি ঘোষ।

ঝংলা—কাওয়ালী।

প্রাণ যায় রে কখন জানি যায়।
না যায় যে আশ্চর্য্য, নবদ্বার অনিবার্য্য,
হস্ত গেছে দান গ্রহণে, পদ গেছে কু-ভ্রমণে,
জিহ্বা গেছে মিথ্যা কু-ভজনে ;
নয়ন গেছে কু-দর্শনে, শ্রবণ গেছে কু-শ্রবণে,
মন গেছে কু-ভাব ভাবনায়॥ ৯৮৭

রাজমোহন আম্বলী।

দেখ যে মন দিন যায় দিন যায় না ;
আয়ু যায় যায় রে, যায় রাখা নাহি যায় ;
কে বা আসে কে বা যায়, দেখা নাহি পাওয়া যায়,
হয় না পুনরায় যে রূপ যায়।
পেয়েছিস্ দুর্ল্লভ জনম, সকল জন্মের উত্তম জনম ;
উত্তম হ'তে হয়েছিস্ উত্তম।
কাজে যদি হইস্ উত্তম, হ'বি রে উত্তমোত্তম,
নইলে যা'বি অধমাধম তায়॥
ভাল কার্য্যে দিয়ে ইতি, মন্দকার্য্যে মতি রতি,
প্রীতি নাহি স্মৃতি শ্রুতি ; কে শিখা'ল এমন রীতি,
নাহি রে তোর অব্যাহতি,
রাজমোহনের ঘট্‌লো বিষম দায়॥ ৯৮৮ ঐ

ঝংলা—কাওয়ালী।

রে জীব অন্তকালের পন্থা কি করিলি।
ভবে কি ভাব ভাবিয়ে মজে র'লি॥

যে কালে ধরিবে কালে, কি করিবি সেই কালে,
একেকালে কালের হাতে ঠেকালি ;
কালের কাল মহাকালী, তুচ্ছ করে না ভজিলি,
আপনা দোষে আপনা কপাল খা'লি ॥
যখন দেহ অবশ হ'বে, বুকে পিঠে খিল দিবে,
শব্দ বন্ধ হ'য়ে চক্ষু ঘুরা'বি, হাহাকার কত করবি,
যম-যাতনায় জ্বলে মরবি, তখন বুঝবি কেমন গৃহস্থালী ॥
বলে রাজমোহন তো'র যত ধন পরিবার,
কেহ নয় কা'র সময়ের সকলি ; না বুঝিলি মায়ায় ভুলি,
কেন আ'লি কেন গেলি, না চিনিলি অন্তের বন্ধু কালী ॥ ৯৮৯

রাজমোহন আম্বলী।

ঝংলা—কাওয়ালী।

দিন যায় মন তাই ভাবনা, ভাব কিসে হবে সম্ভাবনা।
এক টাকায় লাকটাকা পেলে, তবু আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না ;
হওয়ার মধ্যে হয় যা সাধন ভজন বাড়ে কেবল বাবুয়ানা ॥
একতালা দালান না হইতে তে-মহল্লার বিবেচনা ;
বুঝি সসাগরার রাজা হ'লে, তবু মনের সাধ মিটে না ॥
বেদ পড়াই বেদাঙ্গ পড়াই, ব্যবস্থা দেই আপনা বিনা ;
আবার পরকে ঠেকাই ফাঁকি করে,
আপনে ঠেকার ফাঁদ দেখি না ॥
দানে ধ্যানে ভক্তি জ্ঞানে জেনে শুনে মতি যায় না।
যায় পরের ক্ষতি পরের নিন্দায়, পরের নারীর কুল রাখে না।
রাজমোহন কয় সংসারীতে সত্য কথার লেশ থাকে না ;

সেই পরকে প্রবোধ সাধুর মতন,
আপনা প্রবোধ ছাই হ'ল না॥ ৯৯০

রাজমোহন আম্বলী।

প্রসাদী সুর—খয়রা।

দুখ দিতে আর কম দিলি না।
গেল দুখে দুখে জনম গো মা॥
দুখের বোঝা ব'য়ে মরি দেখেও তা'ই ধরিস না মা;
যেমন তোর নামেতে শমন পালায়,
আমার নামে তেমন তুই মা;
অন্তে দুখ করে সুখ পায়, আমি পেলেম দুখে দুখ মা;
আমার পায়ের কাদা মাথায় উঠে,
মাথার ঘামে পা ভিজে মা।
তুচ্ছ ধনের কাঙ্গাল ক'রে দেশ বিদেশে ঘুরা'স গো মা;
হেগে না শৌচে যে, মন্দ কয় সে,
উত্তর দিতে পেরেও দেই না।
রোগের শোকের দুখের কথা শুনলে হাসবে শত্রুগণ মা,
ভয়ে হাসি ঢঙ্গি মিথ্যা বলি,
দুখ দিয়ে দুখ ঢাকি গো মা॥
ধূলার শয্যায় মশাতে খায়, হাত পা নাড়ি ঘুম আসে না,
তখন দুখের কথা মনে উঠে চক্ষের জলে বুক ভাসে মা॥
আমার ভাত হয় ত ব্যঞ্জন হয় না, ব্যঞ্জন মিলে ভাত ঘটে না,
আবার কাপড় হয় ত বেড় আসে না,
এক থান হয় ত আর থান হয় না॥

রাজমোহন কয় কেবল আমি নৈ,
কারেও সর্ব্ব পুর দেখলেম না,
মা তোর সাথে কি কালী কাটনী,
কালকূটনী নাম রেখেছি মা ॥ ৯৯১

রাজমোহন আম্বলী।

---

প্রসাদী সুর—খয়রা।

বলে রাখি সকলকে,
যখন প্রাণ যায়,যে থাকেন নিকট কালী-নাম সুধা'বেন ডেকে।
অঙ্গ বিভূতিতে মেখে কালী-নামাবলী লিখে,
দিবেন গঙ্গাজল, না হউক বা তল, ঠেকে থাকবে পাষাণ-বুকে
শ্মশানান্তে যে পর্য্যন্ত একত্র হ'য়ে সব লোকে,
দিবেন কালী-বল কালী-বল কালী-ধ্বনী ঝাঁকে ঝাঁকে।
যদি কেহ নাহি থাকেন, কালী থাকবেন বলি তাঁকে,
বলবেন কালী কালী দোহাই কালী,
কালীর সাক্ষী হ'ন কালীকে।
সঙ্গে আছে কপাল-কলসী, ভেঙ্গে গেছে মেটে দেখে,
ছিল কানা অষ্টকড়া সম্বল হারায়েছে বিষয়-পাকে।
রাজমোহন বিজ্ঞে কয় মনের ক্রমে এল অঙ্গ ঝোঁকে,
এবার ডেকে লও মন কালী মাকে,
আসবি না আর ভবে ঠেকে।
ভবে আসবি না আর থুলেম টুকে ॥ ৯৯২ ঐ

পূরবী—একতালা।

দিন যায় দীনতায়, ভাবনা মন তায়, কর না তা'র উপায়।
দিনের দিন হয় তনু হীন ক্ষীণ,
কবে হ'বে আর এ দীনের দিন,
মানে না দিন ক্ষণ শমন প্রবীণ, কবে নিয়ে যায়।
পরিবারের প্রতি সদা টানে মন,
কেশে ধরে আবার টানি'ছে শমন,
কোথা যাই বল একা রাজমোহন, কব কায় হায় হায়॥ ৯৯৩

রাজমোহন আম্বলী।

রামপ্রসাদী ছটা।

চল মন স্থ-দরবারে, যথা কোট্নামি কারও খাটে না রে।
দেওয়ান যথা ভস্মমাখা, কপট-ভক্তি জানে না রে।
সেথা লেঙ্গটা গেলে আদর আছে,
ধন কড়ি তায় লাগে না রে।
দুলাল বলে কেন ফির, টাকা দিয়ে মিলে না রে,
তথায় হাজির বাসী জানাইলে দয়াময়ী দয়া করে॥ ৯৯৪

রামদুলাল মুন্সী।

জেনে'ছি জেনে'ছি তারা তুমি জান ভোজের বাজী,
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হও মা রাজী।
মগে বলে ফরাতারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গী যা'রা মা,
খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়েদ কাজী।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকা জী।

গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।
শ্রীরামদুলাল বলে, বাজি নয় এ জেনো ফলে,
এক ব্রহ্ম, দ্বিধা ভেবে মন আমার হ'য়েছে পাজি ॥ ৯৯৫

রামদুলাল মুন্সী।

মূলতান—আড়া।

ধনাশা জীবন-আশা গেল না সকলই গেল,
কৌমার যৌবন গত, জরা আগমন হ'ল।
ছিল না মা জলপাত্র, করপাত্র ছিল মাত্র,
বাঞ্ছা ছিল জলপাত্র মাত্র হয় সম্পদ,
তা দিলে না দিলে ঘড়া, বাঞ্ছা তা'তে হ'ল বাড়া,
ব্রহ্মাণ্ড পাইলে তারা হয় সে ভাল।
সমান বয়সী যত, প্রায়শঃ হইল হত,
ন্যূন জ্যেষ্ঠ গত কত, কত কহিব ;
আপন পঞ্চত্ব হ'বে, মনে মনে জানি সবে,
তবু চিরজীবী ভাবে, ভ্রান্তি রহিল।
চক্ষের মা গেল জ্যোতি, শ্রবণের গেল শ্রুতি,
মনের গেল মা স্মৃতি, চরণের গতি ;
আছে কান্তা অভিলাষ, অদর্শনে আসার আশ,
দরশনে জরা বলে কি দায় হ'ল।
তোমার মায়ার গুণে, পদ্মযোনী পঞ্চাননে,
ক্ষীরদশায়ীর সনে ভ্রান্তে ভ্রমিল ;
শ্রীরামদুলাল ভাষে, সুপ্রসন্ন হও দাসে,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর এসে সেই সে মঙ্গল ॥ ৯৯৬

ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

নীলবরণী নবীনা রমণী,
নাগিনী-জড়িত জটা-বিভূষিণী।
নীল-নলিনী জিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশিনাথ নিভাননী।
নিরমল নিশাকর-কপালিনী,
নিরুপমা ভালে পঞ্চ রেখাশ্রেণী।
নৃকর চারু কর সুশোভিনী,
লোল রসনা করাল বদনী।
নিতম্বে নিচোল শার্দ্দূল-ছাল,
নীলপদ্ম করে করি করবাল।
অপর দ্বিকরে নৃমুণ্ড খর্পর,
লম্বোদরী বম্বোদর-প্রসবিনী।
নিপতিত পতি শবরূপ পায়,
নিগমে যাহার নিগূঢ় না পায়।
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়,
নিত্যসিদ্ধ তারা নগেন্দ্র-নন্দিনী॥ ৯৯৭

রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর।

---

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে।
অনন্ত যাঁহারি অন্ত না পায় ধ্যানে।
বাঙ্মন-অগোচর, নিরূপণ নাহি যার,
বোধে না হয় প্রবেশ কেবল অনুমানে।

মা কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া,
পশ্বাদি কীট পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে।
সুরাসুর কিন্নর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর নর,
মায়ায় মুগ্ধ চরাচর কেবা সচেতনে।
আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মর্ম্ম জানিতে ভ্রান্ত,
অচিন্ত্য পরমতত্ব অব্যক্ত ভুবনে।
চিন্ময়ী হয়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দে মা চৈতন্য,
যেন মন মগন সদা থাকে শ্রীচরণে ॥ ৯৯৮

রাজা শ্রীশচন্দ্র রায় (নবদ্বীপাধিপতি)।

---

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেও বিহরে, হর-হৃদি পরে, হর-মন হরে মোহিনী।
চরণে অরুণ, রবিশশী যেন, নখরে প্রখরে আপনি ॥
শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী।
চরণে নূপুর, আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী ॥
রজত শিখরে, করে অসি করে, শিশির-শিখর-নন্দিনী।
যেন চরম সময়, মরমেতে হয়, কালী কালভয়বারিণী ॥ ৯৯৯

কালী মিরজা।

---

ভৈরবী—মধ্যমান।

যদি ভবনদী পার হ'তে থাকে বাসনা।
দক্ষিণে কালিকে-কৃষ্ণে ভেদ করো না ॥
অসিধারী, বংশীধারী, পীতাম্বর দিগম্বরী,
দ্বিভুজ মুরলীধারী, লোল-রসনা।

বনমালী মুণ্ডমালী, শিখিপুচ্ছ-শশী-ভালী,
মকরাকৃতি কুণ্ডল কভু শবশিশু বলি,
দেখ এই কৃষ্ণকালী করি মননা ॥ ১০০০

কালী মিরজা।

---

ভৈরবী—হরি।

কেও কামিনী, শ্মশানবাসিনী,
শোভিত অলক্তরেখা চরণ দু'খানি,
দ্বিভুজা কৃটী করে, অভয়া সভয়া বরে,
আশুতোষ-হৃদি-পরে বিহারকারিণী।
মাভৈ মাভৈ রবে, হুহুঙ্কার করে শিবে,
নাচি'ছে ভবানী ভবে, শিব-সিমন্তিনী।
দ্বিজ কালীদাস কয়, মন মা ঐ পায়,
না রহিবে ভব-ভয়, শিব-বাক্য জানি ॥ ১০০১

কালীদাস গাঙ্গুলী।

---

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেন ভাবিলিনে ভাই, শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।
ভাল ব্যাপার কল্লি এবার, ভবের হাটে উঠি ॥
ভবে জন্ম আর কি হ'তো, জলে জল মিশায়ে যেত,
মনে ভাবিলে তারা জগত, তারা মা দিত তায় ছুটী।
মায়ের চরণ ভাবিলে পরে, ঘরের ছেলে যেতিস ঘরে,
ও তুই ঘর বুঝে না বসিতে পেরে, কাঁচালি পাকা ঘুঁটি ॥ ১০০২

দাশরথী রায়।

---

যোগীয়া বেহাগ—মধ্যমান।

চল ভবের হাটে,
মন করিব বাণিজ্য কার্য্য শ্যামা মায়ের নিকটে।
মন বোঝা নাহি যায় ভাবে, লাভ কি লোকসান হ'বে,
এখন এই সার কর যা থাকে ললাটে।
মন হিসাব কিতাব অর্পি তার, সকলি তারার ভার,
তুমি কি মন বুঝিবে ভাব, সম্ভাবনা নাইক ঘটে।
মন ফলিতার্থ যা হ'বে, তুমি কি তা দেখিতে পা'বে,
তবে দেখ ও রে মন তুমি কেবল চিনির মুটে ॥ ১০০৩

অজ্ঞাত।

---

আলেয়া—আড়াঠেকা।

ও হে মহারাজ! আজ কি হেরি নয়নে।
মুক্তকেশী কে ষোড়শী, হুঙ্কারে নাচিছে রণে ॥
লোলজিহ্বা শবাসনা, শব কর্ণে সুশোভনা,
ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না, মেঘ-বরণা—
বামা বাম দ্বিকরে, নৃমুণ্ড কৃপাণ ধরে,
বরাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে।
চৌষট্টী যোগিনী সঙ্গে, নাচি'ছে পরম রঙ্গে,
হাসি'ছে রণ-তরঙ্গে, ঘোর-বদনা।
মুণ্ডমালা দোলে গলে, দশনে রুধির গলে,
বনোয়ারী লাল বলে, রাখ দীনে শ্রীচরণে ॥ ১০০৪

বনোয়ারি লাল।

---

আলেয়া—কাওয়ালী।

কালী অকূল সাগরে কূল দেখিনে।
কি হ'বে কুলীনে, অকূল দেখিয়ে যদি অনুকূল হয়ে,
কুলকুণ্ডলিনী কূলাও কূলবিহীনে।
আমি কুলহীন দীন ভ্রান্ত, কুলের পাবক মা হয়েছে একান্ত,
কাল-বেশে করিয়ে কালান্ত,
কূলে এলাম হয়ে কুলশান্ত,
না হইয়ে প্রতিকূল, দাশরথী প্রতি কূল,
দে মা গিরিকুলোদ্ভবা স্বগুণে ॥ ১০০৫

দাশরথী রায়।

---

আলেয়া—একতালা।

হের মা অপাঙ্গে ভঙ্গে, সুখমোক্ষপ্রদা জ্ঞানদা গঙ্গে।
তার তরঙ্গিণী, দিয়ে পদ-তরণী ; তরল ভয়-তরঙ্গে ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সুরেন্দ্র স্মরণী, শশধরধর শিববিহারিণী,
শমন-ভবন-গমন-বারিণী, দমনকারিণী সুর মাতঙ্গে,
স্মরণ মনন সাধন ভকতি, সঙ্গতিহীন দীন দাশরথী,
স্বীয় গুণে প্রাণ-বিয়োগ সময়,
দিও গো স্থান মা ও পাপাঙ্গে ॥ ১০০৬ ঐ

---

টোরি—কাওয়ালী।

কলুষ-বিনাশিনী কালী।
শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে ব্রজঙ্গনার মন ভুলালী ॥
কখন বা করে অসি, কখন মুরলী,
কভু মুণ্ডমালা গলে কভু বনমালী ॥

হইয়ে বামনরূপ ছলেছিলে বলি,
রাম-অবতারে মা গো রাবণ বধিলি।
প্রকৃতি পুরুষ তারা, দুই তোমায় বলি,
সৃজন পালন লয় মা সকলি ॥ ১০০৭

নবীনচন্দ্র দত্ত।

সিন্ধু—আড়া।

কালী এই করো কাল এলে।
কাল পেয়ে কাল ঘেরবে যখন দেখা দিও হৃদকমলে ॥
গুরুদত্ত ধন যেন আমার মন,
শমন দেখে না যায় ভুলে।
তারাদাসে বলে, অন্তে গঙ্গাজলে,
জিহ্বায় কালী কালী বলে ॥ ১০০৮

অজ্ঞাত।

সিন্ধু—খয়রা।

আমার রসনার বাসনা আছে ডাকি মা তোরে গো।
আমার মন পাজি, না হয় রাজি, বাদী দেখ মোরে গো ॥
দেহের মধ্যে রাজা মন, মন্ত্রী আছে ছয় জন ;
প্রজা নব ইন্দ্রিয়গণ, সদা ভয় করে গো ॥ ১০০৯

ঐ

গারা ভৈরবী—খয়রা।

চল যাই কাজ নাই তারার তালুকে রে।
কখন আছি কখন নাই, এ তালুকের মুখে ছাই,
পঞ্চ জনার জামিন দিয়ে, এসেছ বয়নামা ল'য়ে,
ভুলিলে বিষয় পেয়ে, শেষেতে পাবি সাজাই।

ষড় রিপু জ্যেষ্ঠ যে, কাননগুই হয়েছে,
সেই হস্তবুধে জব্দ করে, ফিরিয়াছে সদাই।
ক্রোধ হ'ল পট্টয়ারি, লোভ মোহ মোহকারি,
খাজাঞ্চি হয়েছে মদ-মাৎসর্য্য এই দুটি ভাই।
যখন তোমার তসিল হ'বে, সঙ্গী সবে পলাইবে,
তখন কা'র দোহাই দিবে, আমার মা বিনে গতি নাই।
ভেবেছ রাখিবে বাকি, বাকি রেখে দেখাবে ফাঁকি,
রয়েছে সসমাই, সে ত নিলাম করে নিবে রে,
নরচন্দ্র কথা লয়ে, পাপ-মহলে ইস্তফা দিয়ে,
দুজনে বিরলে গিয়ে, গুণময়ীর গুণ গাই॥ ১০১০

নরচন্দ্র।

শ্রীরাগ—চৌতাল।

এ মা ভবানী ভবরাণী শিবানী।
সর্ব্বমঙ্গলা চপলা-বরণী॥
ঈশান-হৃদি-পদ্মে স্থিতি, পাষাণ-দুহিতা সতী,
ত্বংহি গতি মতি, ভগবতী ভবভয়-নিবারিণী।
শঙ্করী সাবিত্রী অম্বে, জগদ্ধাত্রী জগদম্বে,
ত্বংহি উমে ধুমে ভীমে শম্ভু-গৃহিণী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আরাধিতে, অজিতে অপরাজিতে,
হরচন্দ্রে অন্তিমেতে, বাঞ্ছিত চরণ-তরণী॥ ১০১১

হরচন্দ্র।

ইমন—আড়া।

রাখ মা মায়ের ধর্ম্ম জন্ম-শোধ দেখা দিয়ে।
রয়েছে কৃতান্ত দূত শত পুরেতে ঘেরিয়ে॥

মায়ের উচিত হয়, সন্তানে পাইলে ভয়,
মাভৈ মাভৈ মাভৈ রবে, ভয় নিবারে আসিয়ে।
সন্তানের ও এই রীতি, ক্ষুধা নিদ্রা তথা ভীতি,
সময়ে মা বলে ডাকে, তা কি জান না জানিয়ে
জ্বলিছে ক্ষুধাগ্নি কাল, মহানিদ্রা গত কাল,
করাল-কিঙ্কর কাল, উগ্র বেশে দাঁড়াইয়ে॥ ১০১২

অজ্ঞাত।

---

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

কে রণরঙ্গিনী যোগিনী সঙ্গিনী,
হ'য়ে উলঙ্গিনী নাচি'ছে সমরে।
পদতল-নব-প্রভাকর-কর, দশ সুধাকর,
শোভি'ছে নগরে॥
কিবা জীমূতাঙ্গি জ্যোতি তমহর,
চরণে পতিত শবরূপে হর,
জবা বিল্বদল কিবা মনোহর,
শোভিছে ও পদে সঁপিছে অমরে।
কুন্তলজাল জিনি কাদম্বিনী,
আরক্ত নলিনীদল ত্রিনয়নী,
লোল রসনা করাল বদনী,
শোণিতের ধারা বহে বিম্বাধরে॥
দম্ভে কম্পে ধরণী সঘনে,
করে হুহুঙ্কার পাবক-নিস্বনে,
ঝরে ইরম্মদ নয়নেরি কোণে,
ক্ষণপ্রভা খেলে দশন উপরে।

ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয় ;
কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়,
অকিঞ্চনে কয় সামান্য ত নয়,
ব্রহ্মময়ী উদয় হ'য়েছেন সাকারে ॥ ১০১৩

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

খাম্বাজ—একতালা।

মা কত কর বিড়ম্বনা।
অজ্ঞানান্ধে রাখি আর না দিও যন্ত্রণা ॥
অনিত্য সুখে ভুলা'য়ে দুঃখার্ণবেতে ডুবা'য়ে,
মা হ'য়ে সন্তানে কত কর বিড়ম্বনা।
ভাল বিতর করুণা ॥
যাগ যজ্ঞ পূজনাদি, বিবিধ বিধান বিধি,
দুর্গে তব কৃপা বিনা না হয় ঘটনা,
অকিঞ্চন প্রতি, কৃপান্বিতা হয়ে ভগবতী,
দুর্গতিনাশিনী যশ প্রকাশ কর মা ॥ ১০১৪ ঐ

মোহিনী—আড়া।

আর কত যন্ত্রণা, শ্যামা দিবি গো আমারে।
সহে না জঠর-ব্যাধি জননী গো বারে বারে ॥
নিজ দোষেতে দূষিত, হ'য়ে আছি জ্ঞান হত,
কৃতান্ত ভয়জনিত, এ দুস্তরে কে নিস্তারে।
তবাংঘ্রি-কমলে, নাহি মতি গো বিমলে,
তাহি অকিঞ্চনে ডাকে মা, ভবান্ধ-কূপেতে পড়ে ॥ ১০১৫

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

আড়ানা বাহার—আড়া।

গিরিশগৃহিণী গৌরী গিরি-নন্দিনী।
গণপতি জননী গীর্ব্বাণগণ-পালিনী॥
বিমলা বগলা উমে, বিশাল নয়নী ধুমে,
বিবিধ বরণী বিশ্বজন-বন্দিনী।
সতী প্রজাপতি-কন্যা, সর্ব্বস্ব-রূপিনী ধন্যা,
সদাশিব শিবমান্যা, সুখশালিনী॥
অর্পণা অপরাজিতা, অন্নদা অদ্ভুতা স্মিতা,
অনাথ অকিঞ্চন শোধাঘ বারিণী॥ ১০১৬

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

বসন্ত বাহার—আড়া।

তারা তুমি কত রূপ জান ধরিতে।
জননী গো জ্বালামুখী গিরি-দুহিতে॥
লোমকূপে ধরাধর ব্রহ্মময়ী পরাৎপর,
অসুর বিনাশ কর মা আঁখির নিমিষে,
তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহা বিষ্ণু,
তুমি গো মা রামরূপিনী তুমি অসিতে॥ ১০১৭ ঐ

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পড়িয়ে ভব-সাগরে ডুবে মা তনুর তরি।
মোহ-ঝড়ে মায়া-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী॥
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাহে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি,
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবু ডুবু খেয়ে মরি।

ভেঙ্গে গেল ভক্তির হা'ল, ছিঁড়ে পড়লো শ্রদ্ধার পাল,
নৌকা হ'ল বানচাল, বল কি করি ;—
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গেতে দিয়ে সাঁতার, দুর্গানামের ভেলা ধরি ॥ ১০১৮

দেওয়ান মহাশয়।

---

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কবে সে দিন হ'বে, তারিণী মোরে তারিবে,
অনন্ত শরণ জনে চরণে রাখিবে শিবে।
রসনায় বসিবে তারা নামস্ক মধুরাক্ষরা।
তারা-নাম বিনা শ্রবণ আর না শুনিবে ॥ ১০১৯ ঐ

---

পরজ জলদ—একতালা।

মন মানসে জপ না, কামারি-অঙ্গনা।
জপ রে একান্তে, দিনান্তে নিশান্তে,
প্রাণান্তে কৃতান্তে, ছোঁবে না ॥
সে পদ-রাতুল হয় স্থূলমূল,
জগতে না হেরি তার সমতুল,
তা'রে কভু ভুল হয়ো না ;—
কালীপদ লাগি যে হয় চিন্তাকুল,
কালী সে কিঙ্করে হ'ন অনুকূল
অনায়াসে তারে কালী কুলান কূল,
কভু প্রতিকূল থাকে না।
দেখিতেছ মন যেমন সংসার, কালী-নাম সার,

সকলি অসার, হ্রঁসার অনুসার, সাধন,
নির্ম্মল হইবে মনেরি মালিন্য,
মনের মানস হইবে পূর্ণ,
হরমন্মোহিনী হইলে প্রসন্ন,
নরের দৈন্যদশা র'বে না ॥ ১০২০

নবকিশোর মদক।

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

কি জন্যে ভব-রোগে ভোগ রে ভ্রান্ত মন।
ত্যজে কুষ্টাহার সংসার এখন,
তারা-নাম মহৌষধি কর রে সেবন।
কুমতি-চূর্ণ ভক্তি-মধু তা'র অনুপান।
যা'বে সব বেদনা মনের মন বেদ,
তারা-নাম পাবকেতে কর রে তনু-স্বেদ,
নয়ন-রোগনাশক, ধর গুরু চিকিৎসক,
তারাতে মিলিলে তারা তিনি দিবেন জ্ঞানাঞ্জন।
নিবৃত্তি-লঙ্ঘনে কর রসের দমন,
তবে হইবে প্রেমক্ষুধার উদ্দীপন;
যোগসুধা পথ্য করে, হবে বল হলে পরে,
আরোগ্য-নির্ব্বাণ-পুরে দাশরথীর গমন ॥

দাসরথী রায়।

ভৈরবী—আড়খেমটা।

ও গো ত্রিনয়না মা তোমার কেমন মহিমা,
আমা হতে জানা যাবে গো এবার।

আত্ম পুণ্যে নর হয় যদি উদ্ধার,
মাহাত্ম্য কি তোমার তাতে বল না ;
আমি হীনভক্তি, আমায় দিতে মুক্তি,
আদ্যাশক্তি শক্তি হল না তোমার ॥
( মা গো ) তুমি ধর্ম্মার্জ্জিত কর্ম্মসংঘটন,
তোমাতে উৎপত্তি সংসার-পালন,
কুমতি সুমতি তুমি সবার গতি,
যার প্রতি হয় যেমন দয়া ;
মায়া-চক্রে আমায় ফেলি, যেমন চালাও তেমনি চলি,
যেমন বলাও তেমনি বলি,
দুর্গা বলতে মুখে দাও না অবসর ॥
গর্ভবাসী যখন মানস বৈরাগ্য,
ভবধামে এসে হলেম উপসর্গ,
তব রাঙ্গা পায় দিতে পাদ্য অর্ঘ,
বাসনা ছিল মা মনে ;
( মা গো ) ইহকাল গেল অসুখে।
বঞ্চিত হলেম পরলোকে,
কমলের কর্ম্ম বিপাকে কলুষ পাতকী হল না উদ্ধার ॥ ১০২২

নীলকমল।

মুলতান—একতালা।

মা আমার অন্তরে, যাগো গো কুলকুণ্ডলিনী।
তোমায় অন্তরেতে রাখি, ( মা গো ) নিয়ত নিরখি,
অন্তর না করি দিবা রজনী ॥

ভক্তি-পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা-সচন্দন,
তদঞ্জলি করি চরণে অর্পণ,
নেত্র মুদে মন সাধে কালীরূপ করি দরশন।
কামাদি ছয় বলি, দিল গো করালী,
বিবেক-অসি করে ধারণ করি;
তাহে জ্ঞানাগ্নি জ্বালিব, (মা গো) হিংসাহুতি দিব,
তবে ঘটে প্রবেশিবে শিবানী॥ ১০২৩

অজ্ঞাত।

---

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সজল নয়নে ভাসি, চাও মা তারা মুক্তকেশী।
ঘুচাতে হবে জননী গলদেশে মায়া-ফাঁসী॥
কঠিন শঙ্কটে ফেলে, কয়েদ কল্লি মায়া-জালে,
জালমালায় হয়ে বেষ্টিত, কাঁদব কত দিবানিশি।
ভবে ত্রাসিত জননী, তারা তারা ডাকি আমি,
পতিতপাবনী-নাম, পতিতোদ্ধার কর আসি,
কা'রে দাও ইন্দ্রত্ব পদ, কা'রে কর তুচ্ছপদ,
এমন একচোকো মেয়ে, শিব ল'য়ে শ্মশানবাসী।
সৎ কর্ম্মেতে সুখভাগী, পাপ কর্ম্মে চিররোগী,
ফাগ্যং ফলতি কার্য্যে, সঙ্গে ফেরে দাস দাসী।
দ্বিজ নবীন অতি দৈন্য, কি ভাবনা তারি জন্য,
যদি পাই গো শ্যামাপদ, হই না ধনে অভিলাষী॥ ১০২৪

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

বারোয়াঁ—যৎ।

দুঃখের বাকী আছে কি।
বাকী টেনে উস্থল দিয়ে দেখ না মা কত বাকী॥
অন্ন বস্ত্র হ'লাম ছাড়া, নিরানন্দ ধরায় সারা,
চাইলি না মা ও গো তারা, কষ্ট দেওয়া উচিত কি।
অন্ন-চিন্তা সদা করি, চিন্তা-জ্বরে জ্বরে মরি,
ইচ্ছা নাই তোর মুখ হেরি, কালঘাতী তাই ডাকি।
কপালের লিখন যাহা, খণ্ডন না যায় তাহা,
অনুযোগ করা বৃথা, নবীন পদাকাঙ্ক্ষী॥ ১০২৫

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভৈরবী—মধ্যমান।

জন সমাজে ভবে, আমি পার হ'ব মা কেমনে।
ও গো তারা ব্রহ্মময়ী হাসা'লি বুঝি শত্রুগণে॥
আমার সময় কঠিন, পর উপাসনার অধীন,
গেল না মা মনের মলিন, দিন গত হয় অদিনে॥
ছিল আমার অন্নাশ্রয়, তাও ত কল্লি নিরাশ্রয়,
দিলি না মা পদাশ্রয়, আশ্রিত পীড়া কি কারণে,
চিন্তার্ণবে কেন রবে, ডাক নবীন উচ্চরবে,
শুনেও যদি না শুনিবে, কি করিবে এ অধমে॥ ১০২৬

ঐ

মালকোষ—কাওয়ালী।

ভয় কি শমন তোরে।
এলোকেশী শ্মশানবাসী, যার হৃদে বিরাজ করে॥

কালী-কালী বলব সদা, পারবি না তায় দিতে বাধা,
কালী-নামে মেরে ডঙ্কা, যমের শঙ্কা রাখ্‌বো দূরে।
যমের তলব আসবে যখন, কালী-সহি চিঠি দেখা'ব তখন,
চিঠির মর্ম্ম পেলে পরে, আস্তে আস্তে যা'বে ফিরে॥
দ্বিজ নবীন কালী-পুত্র, মা হ'য়ে মা হৈও না শত্রু,
মায়ের কোলে থাকবো বসে;
লয়ে যেতে কেবা পারে॥ ১০২৭

—— নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাগেশ্রী—তিওট।

কাল হারা'ল্যম কালের বশে।
আমার মন মজিল স্ত্রীরঙ্গ রসে॥
অন্তিম কাল হ'বে যখন, আসিবে তখন বন্ধুজন,
ছেঁড়া চেটা ধরে মুড়ে, বাঁধবে আমায় আশে পাশে।
স্থির কর রে আপন মন, ভাব শমনের শমন,
কালী-নামে ভেলা বান্ধো, নিরুদ্বেগে থাকবে বসে॥
দ্বিজ নবীনচন্দ্রে বলে, দেহ মিশা'বে ভূতলে,
মাটির দেহ মাটি হ'বে, যা'বে ছেড়ে অনায়াসে॥ ১০২৮

—— ঐ

ভৈরবী—যৎ।

এবার জানবো তারা কেমন তুমি পতিতপাবনী।
আটাশে পুত মেয়েছ বুঝি তাই কি বিভীষিকাতে পলা'ব আমি॥
ধরবো জটে আনবো তটে, পলা'তে, পারবে না ছুটে,
ভক্তি-ডোরে বেঁধে এঁটে, দিয়ে ল'ব পদ দু'খানি।

বাক্য ব্যয়ে কি প্রয়োজন, ভক্তি-সংগ্রামে করবো রণ,
যোগধনুকে ছাড়বো বাণ, আকর্ষণে আস্‌বে জননী।
তব পয়োধরের পয়, পান করে হই দিগ্বিজয়,
ঐ জোরে সর্ব্বত্র অভয়, অভয়-পদ মাগি আমি॥
বাপের সুকন্যা হ'য়ে, দ্বিজ নবীনে চরণ দিয়ে,
এস বস মম হৃদয়ে, হেরবো নয়ন দু'খানি॥ ১০২৯

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

হাম্বির—মধ্যমান ঠেকা।

শক্তিনাম মহামন্ত্র কর রে আশ্রয়।
শক্তিতে হইলে ভক্তি মুক্তি হইবে নিশ্চয়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু লয়কারী, সকলের সংহারী,
মহাকাল ত্রিপুরারি, অন্তেতে শক্তিতে লয়॥
শক্তি পূজা শক্তি ধ্যান, শক্তি জ্ঞান রে শক্তি অজ্ঞান,
শক্তি ভিন্ন নাহি ত্রাণ, শক্তি যোগে কালে জয়।
শুচাশুচি কালাকাল, ত্যজ এই ভ্রমজাল,
উপাসনা সর্ব্বকাল, ভাল মন্দ অনিশ্চয়॥
নাহি তায় নিষেধ-বিধি, অবিধি সেই সুবিধি,
বিধি অপ্রাপ্তে বিধি, শ্যামাচরণ সে চিন্তয়॥ ১০৩০

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী।

---

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

নীলবরণী কে কামিনী। কন্দর্প-দর্পহারিণী।
নবঘনে সুশোভিত জিনি কোটি সৌদামিনী॥

কি কাজ ঘরে নগরে, ডোব সে রূপ-সাগরে,
নাম-সুধা ধর অধরে, ভাব রে দিবা যামিনী।
কিবা ধর্ম্ম কাম অর্থ, মহাদেব যাঁ'য় উন্মত্ত,
যোগীর যোগে পরম তত্ত্ব, নিত্য চিন্তেন চিন্তামণি।
অন্তর্বাহ্য শাস্ত্র তর্কে, আধারাদি ষট চক্রে,
দেখ চন্দ্রানন অর্কে, সহস্র দল দামিনী।
যাঁর মায়ায় মুগ্ধ জীব, যাঁর কৃপায় মুক্ত শিব,
যে নামে নাশে অশিব, শ্যামাচরণে তরণী॥ ১০৩১

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী।

স্বরট মল্লার—মধ্যমান ঠেকা।

সদা কালী কালী কালী বল মন।
কালী-নাম স্মরণে হয় কালের দমন॥
নাহি চাহে কালাকাল, কি সকাল কি বৈকাল,
কিবা সন্ধ্যা রাত্রিকাল, সর্ব্বকালে সে সাধন।
কিবা বাল্য যুবা-কাল, কিবা বৃদ্ধ অন্তকাল,
আজি কালি বলে কাল, করে আয়ুকে হরণ॥
বৃথা গেল ইহকাল, না ভাবিছ পরকাল,
বর্ত্তমান কালে ত্রিকাল, দেখ করিয়ে গমন॥
কালী-নামে মহাকাল, স্থিরতা চিরকাল,
কি সকাল কি অকাল, ভাব সে শ্যামাচরণ॥ ১০৩২

ঐ

স্বরট মল্লার—মধ্যমান ঠেকা।

তারা আপন জোরে ল'ব শ্রীচরণ।
স্বামীরে দিয়েছ তুমি কেন বাবার ধন॥

মাতৃধনে অধিকার, কভু না হয় পিতার,
পুত্রে প্রাপ্ত সুবিচার, দায়ভাগে এ লিখন ॥
পিণ্ডদত্তা ধনহারী, উভয় পিতা মাতারি,
অন্তর্ধানে শ্রাদ্ধ সারি, বিশেষ প্রাপ্তিকারণ ॥
ভাঙ্গড় সে ত্রিপুরারি, আজন্মকাল ভিখারি,
কিছু অংশ না দেয় তারি বক্ষে রেখেছে কৃপণ ॥
পিতায় লাগে পুত্রের শাপ, বুকে খেলে কালসাপ,
ত্রিরাত্রিতে গেল পাপ, পিণ্ড দাও শ্যামাচরণ ॥ ১০৩৩

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী।

বেহাগ— আড়াঠেকা।

এমন দিন মোর কবে হ'বে কালী বলে প্রাণ যা'বে।
বন্ধুবর্গে আসি মোর কর্ণে তারা-নাম শুনা'বে ॥
অন্তে স্বজন গৌরবে, ঘেরে যাবে বন্ধু সবে,
হরি হরি কালী রবে, উচ্চারিবে প্রেম ভাবে ॥
গিয়ে জাহ্নবীর জলে, গঙ্গানারায়ণ বলে,
শুনাবে নাম কুতূহলে, সংকীর্ত্তনে গুণ গা'বে ॥
মনেতে হয়ে নিষ্কাম, বলে কালী ব্রহ্মনাম,
প্রাপ্ত হ'ব মুক্তিধাম, মগ্ন হয়ে জ্ঞানার্ণবে ॥
দেখে কাল পরাজয়, শ্রীশ্যামাচরণাশ্রয়,
সারতত্ত্ব সুধাময়, প্রাপ্ত সদ্গুরু-প্রভাবে ॥ ১০৩৪ ঐ

খাম্বাজ—খয়রা।

শ্যামাধন কি সবাই পায়। মন বুঝে না একি দায় ॥
ইন্দ্র আদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ করি ভাবি তায়।

সদানন্দ-সুখে থাকি যদি বামা ফিরে চায়॥
মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র যে পদ না ধ্যানে পায়।
নির্গুণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥ ১০৩৫

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

বাগেশ্রী কাণেড়া—আড়া।

আগো মুক্তিপ্রদা মুক্তকেশী করাল বদনী,
শবে শিবে হবে ভবে ভবনিস্তারিণী,
তারা কে জানে তোমার কর্ম্ম, তুমি তারা তুমি ব্রহ্ম,
ইচ্ছাসুখে কর কর্ম্ম, ইচ্ছারূপিনী।
কমলাকান্তের এই, শুন দীন দয়াময়ী,
চরম কালেতে দিও চরণ দু'খানি॥ ১০৩৬ ঐ

বেহাগ—জলদ তেতালা।

ওমা পরমেশ্বরী।
কখন পুরুষ হও মা কখন ষোড়শী নারী।
অনাদ্যা শক্তিরূপিনী, ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী, তারিণী।
কৃতান্ত উপাধি দিয়ে, কোন মতে তারিয়ে,
নিস্তার ভব-সাগরে, দিয়ে শ্রীচরণ-তরী॥ ১০৩৭ ঐ

ললিত ঝিঁঝিট—যৎ।

আর কি তারা ভয় বিপদে,
আমি নাম নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়েছি দুর্গম দুঃখেরি হ্রদে।
নামেতে হৃদয় মত্ত, দেহ পদে সমর্পিত,
দুঃখ তোর ভাণ্ডারে কত, দে গো মা মনেরি সাধে॥

কালী-নাম সার করি, সায়েরে ভাসাইলাম,
যা করাও মা তাই করি, তুচ্ছ এই বিষয় সম্পদ।
সলিলে যে ঘর করেছে, শিশিরে তার কি ভয় আছে,
বিষয়-সুখ সব ত্যাগ হয়েছে, কালী-রূপ লেগেছে হৃদে॥ ১০৩৮

ঈশ্বরচন্দ্র দাস।

---

ললিত বিভাস—একতালা।

মন তার কি পুণ্য পাপ আছে,
ও যে কালী-পদে প্রাণ সঁপেছে।
সন্ধ্যা পূজা জপতপ, সে ত জলাঞ্জলি সব দিয়েছে।
হৃদি সরসিরুহদলে, কালীরূপ ধ্যান কর্চ্ছেছে।
মিত্র শত্রু শুভাশুভ, ও তার মান অপমান কি আর আছে,
নিন্দা প্রশংসাতে সমান সুখ দুঃখ সে এক করেছে।
অহর্নিশি জ্ঞানহীন ও সে মৃত্যুকে জয় করিয়াছে।
কালীনামামৃত রস সদা পান করিতেছে॥ ১০৩৯ ঐ

---

দেবগিরি ঝিঁঝিট—টিমে তেতালা।

আয় দেখি রে শমন একবার দুজনে পরীক্ষা করে।
শক্তি থাকতে লেগে দেখি বুদ্ধি বলে কেবা বাড়ে।
যখন শক্তি হয় গত, তখন এসে হও আগত,
তাইতে তোমার প্রতাপ এত,
সে প্রভাব আর থাকবে না রে।
অন্যায় করে গেলে পরে, তারাপদে নালীশ করে,
ওয়ারেণ্ট আনব ধ'রে বেন্ধে রাখব কারাগারে॥ ১০৪০

ঐ

---

রামকেলী—আড়া তেতালা।

তীর্থে কি হইবে ফল ভোলা মন তোর ভ্রান্তি কেনে।
কোটিকল্প তীর্থের ফল শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে॥
জ্ঞান-গঙ্গাতে কর স্নান, দেহ-কাশী কর ধ্যান,
বিশ্বসংসার-তারিণী আত্মারূপ ভাব মনে।
ষোড়শদল উপরে, বিশ্বেশ্বর বিরাজ করে,
মূলাধার হ'তে তারা, হের সহস্রার পানে॥ ১০৪১

ঈশ্বরচন্দ্র দাস।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কি হ'বে কি হ'বে ভবরাণী ভবে,
আনিয়ে এই ভবে, ভাসালি আমায়।
না জানি ভজন, না জানি পূজন,
বিষয়-বিষ ভোজন করি প্রাণ যায়॥
কাতরেতে ডাকি ও মা ভবদারা,
কখন আছি কখন যেতে হয় মা তারা,
এ দেহ সন্দেহ ত্বরায় দেখা দেহ,
রসিকের দেহ জলবিম্ব প্রায়॥ ১০৪২

রসিকচন্দ্র রায়।

গৌরী—কাওয়ালী।

হর দুঃখ হর-মনোমোহিনী।
কলুষবারিণী, তব সুত রবিসুত-ভয়ে ভীত ভবরাণী,
কি হ'বে উপায় নিরুপায় মা,
পদ বিতর কাতর জনে আপনি॥

হ'লে অবসান দিবা, নয়ন মুদিলে কি বা,
যদিও অভয় দিবে ভবানী ;
ডাকি বারে বার, মম প্রতি কেনে প্রতিকূল আর,
হও মা পাষাণসুতা পাষাণী ;
তুমি ঈশানী ঈশ-হৃদয়বাসিনী ;
আসি আশু তোষ আশুতোষ-রমণী ॥
কি আছে মা মম বল, আর কা'রে বলি বল,
কেবল সম্বল তুমি শিবানী ;
যদি তার নিজ গুণে, ব্রজমোহন নির্গুণ জনে,
দিয়ে মা বাঞ্ছিত পদ দুখানি ;
এ ভববারি তরিবারে তরণী,
হও বারেক কর্ণধার আপনি ॥ ১০৪৩

ব্রজ রায়।

সিন্ধু—ঠুংরি।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে তারা বেয়ে ( দুনয়নে )
পড়বে ধারা।
হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যা'বে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যা'বে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরাম প্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমিরহরা ॥ ১০৪৪

রামপ্রসাদ সেন।

মুলতান—একতালা।

আয় মা সাধন সমরে। *

দেখি মা হারে কি পুত্র হারে॥

আরোহণ করি পুণ্য মহারথে,

ভজন পূজন দুটী অশ্ব যুড়ি তাতে,

দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, নিয়ে ভক্তি ব্রহ্মবাণ,

বসে আছি ধ'রে।

এ মা দেখ্‌বো আজি রণে, শঙ্কা কি মরণে,

ডঙ্কা মেরে নিব মুক্তিধন—

বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী,

এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী,

দ্বিজ রসিকচন্দ্রে বলে, মা তোমারই বলে,

জিনিব তোমায় সমরে॥ ১০৪৫

রসিকচন্দ্র রায়।

---

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব।

(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)

তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার॥

গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় মা খেকো ছেলে।

এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,

দুটোর একটা করে যাব।

ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব।

তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্ভার চড়াব॥

* এইটী দাশরথী রায়ের "জীব সাজ সমরে" গানের অনুকরণে রচিত।

হৃদে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আস্‌বে শমন বাঁধবে কসে,
সেই কালী তার মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদি-পদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব।
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে কালী বলে,
কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরাম প্রসাদ, ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥ ১০৪৬
রামপ্রসাদ সেন।

---

খাম্বাজ—একতালা।

দীনতারিণী দুরিতহারিণী,
সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণধারিণী,
সৃজন-পালন নিধন-কারিণী,
সগুণা নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিণী।
ত্বংহি কালীতারা পরমা প্রকৃতি,
ত্বংহি মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বংহি জলস্থল অনিল অনল,
ত্বংহি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী,
সাঙ্খ্য-পাতঞ্জল-মীমাংসক-ন্যায়,
তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,

বৈশেষিক বেদান্ত, ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত,
তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারিনি।
নিরুপাধি আদি অন্ত রহিত,
করিতে সাধক জনার হিত,
গণেশাদি পঞ্চ রূপে কাল পঞ্চ,
কাল ভয়হরা ত্রিকালবর্ত্তিনী।
সাকার সাধকে তুমি সে সাকার,
নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয়, ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়,
সেই তুমি নগতনয়া জননি।
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়,
সে অবধি সে পরমব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয়, অনির্ব্বচনীয়,
সকলি মাতা তারা ত্রিলোক ব্যাপিনী॥ ১০৪৭

মহারাজা শিবচন্দ্র রায়।

---

আলেয়া—একতালা।

তারিণী দিলে না দিলে না দিন।
তারা তারা তারা জপি সারাদিন॥
নানা উপসর্গে, দিন যায় দুর্গে,
পরিবারবর্গের, পরিশোধে ঋণ।
গেল না গেল না বিষয় বাসনা,
হ'ল না মলিনা পর উপাসনা,

শঙ্করী সর্ব্বাণী শিবা শবাসনা,
রটে না রসনায় ভ্রমে এক দিন ॥
দ্বিজদাস অভিলাষি এই তারা,
পূর্ণানন্দে পূর্ণ কর নয়নতারা,
সদানন্দে রেখো সদানন্দ দারা,
নিরানন্দ কারায় সারা হ'ল দীন ॥ ১০৪৮

বিপ্রদাস তর্কবাগীশ।

---

ললিত—আড়াঠেকা।

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণারজোরূপিণী।
না সরে বিশ্বাস পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিনলোক,
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী।
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্ত নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি।
দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গতি রোধ,
এবার জনমের শোধ মা বলে ডাকি জননি ॥ ১০৪৯

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

---

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুমি খেলাও না পাশা।
এম্নি স্বরা স্বরি ফেলবি পাশা,
যেন ঘুচে যায় যমের আশা ॥
দুর্গা নামে বেঁধে পাটী, চারি পাটীর ঘরে বসিয়ে ঘুটী,
সতেরো আঠার দান মেরে ভেঙ্গে দাও যমের বাসা।

ছকুড়ি পঞ্চড়ি ফেল্লে পরে, বাজি তলাড়ু হয়ে যাবে,
আছে আমার ঘরে ছ'জন রিপু, কর্ব্বে তারা হাসি হাসা।
অদানেন দিনং নষ্ট, দানেতে দুর্গতি ভ্রষ্ট,
তারা দান মেরে নবীন, তুলে দেরে ঘরে পাশা ॥ ১০৫০

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিভাস—মধ্যমান আড়া।

কোথায় গো মা ভবদারা ভবার্ণবে ডুবে মরি।
দয়া করে দেও মা তারা তোমার ঐ চরণতরী ॥
তুমি মা ভগবদ্দুর্গা, ভীমাকারা ভীমবর্গা,
ডাকি গো মা দুর্গা দুর্গা, দুর্গমে উপায় না হেরি।
দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে সঙ্কট হর,
হর গো মা দুঃখ হর, ক্ষমাগুণে ক্ষেমঙ্করী ॥ ১০৫১

তিনকড়ি বিশ্বাস।

আলেয়া—কাওয়ালী ও আড়া।

শঙ্কর মনোমোহিনী তারা, ত্রাণকারিণী,
ত্রিভুবন অঘ নিবারিণী ভবজননী।
ভবানী ভয়ঙ্করী ভীমে বাণী ভয় হারিণী তারিণী ॥
অপর্ণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকা সীতা,
অসীতা অভয়া নিত্যানন্দ দায়িনী।
বৃন্দাবন রস রসিক বিলাসিনী,
ব্যাস ভাষ থলু রাস প্রকাশিনী,
কমলাকান্ত হৃদি-কমল তিমির হর বরদারমণী ॥ ১০৫২

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

পরজ—কাওয়ালী।

তায় শিবের নয়ন ভুলেছে।
নিরুপমারূপ চিকণ কাল হেরিয়ে।
তা নইলে ত্রিলোচন, পরম যতনে কেন,
শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে।
চাঁদ ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী,
নলিনী ভরমে ভ্রমরিণী এসেছে ( গো ),
হারাইয়া নিজমণি, ব্যাকুল হইয়া ফণী,
রূপ নিরখিয়া রয়েছে।
হেরিয়ে কুসুম ধনু, অভিমানে ত্যজি তনু,
বিরহিনী হৃদয়ে শরণ লয়েছে।
ও রূপ আনন্দ নিধি, কমলাকান্তের হৃদি,
কমল প্রকাশ করেছে॥ ১০৫৩

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

---

খট ভৈরবী—খেম্‌টা।

নব সজল জলদ কায়,
কালো হেরিলে আঁখি জুড়ায়।
কপালে সিন্দূর কটিতে সুন্দর রতন নূপুর পায়,
মৃদু মৃদুহাসি দনুজ নাশিছে রুধির লেপিয়ে গায়।
চরণ যুগল অতি সুশীতল প্রফুল্ল কমল প্রায়।
কমলাকান্তের মন ও চরণে ভ্রমর হইতে চায়॥ ১০৫৪

---

ঐ

মল্লার—একতালা।

সমর আলো করে কার কামিনী।
সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী।
এলুয়ে চাঁচর চিকুর পাশ, স্থরাস্থর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্ট হাসে, দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী।
কিবা শোভা করে শ্রমজবিন্দু, ঘনতনু ঘোরে কুমুদবন্ধু,
অমিয়া সিন্ধু, হেরিয়া ইন্দু, মলিন এ কোন মোহিনী।
একি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নীরব,
কমলাকান্ত করে অনুভব কে বটে গো গজগামিনী॥ ১০৫৫

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

---

পরজ—জলদ তেতালা।

বামা বয়সে নবীন,
না জানি এমন মেয়ে সমরে প্রবীণ।
সুচারু অঙ্গের শোভা কটিতট ক্ষীণ।
স্থরাস্থরগণ মাঝে বসন বিহীন॥
বুঝি এল দয়াময়ী হইয়া কঠিন।
চরণে ত্যজিব তনু আজি শুভদিন।
তনু দিয়ে তরে কত শত ক্রিয়াহীন।
কমলাকান্তের হবে মনে মলিন॥ ১০৫৬ ঐ

---

ললিত—একতালা।

কেন রে আমার শ্যামা মাকে বল কালো।
যদি কাল বটে তবে কেন ভুবন করে আলো॥

মা মোর কখন শ্বেত, কখন পীত,
কখন নীল লোহিত রে,
আমি বুঝিতে না পারি জননী কেমন,
ভাবিতে জনম গেল।
মা মোর কখন প্রকৃতি কখন পুরুষ,
কখন শূন্য মহাকাশ রে।
ও রে কমলাকান্ত ও ভাব ভাবিয়া,
মহেশ পাগল হলো॥ ১০৫৭

—— কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ইমন—একতালা।

কে রে রণ-মাঝে, এ কার বামা রণ-সাজে।
আলুলিত কেশী বিবসনা বামা,
নরশিরমালা গলে অনুপমা,
শিব শিব করে নাচে শবোপরে,
শ্রুতিমূলে শবশিশু শোভিছে॥
রক্তজবা জিনি শোণিতাক্ত আঁখি,
সুশাণিত অসি শোণিতে মাখি,
বিদ্যুৎ আকার শোণিতের ধার,
জলদ বরণী সাজে॥ ১০৫৮ ঐ

পরজ—জলদ তেতালা।

কেরে বামা হর হৃদি পরে মগনা।
নাচিছে আনন্দভরে বাজিছে বাজনা।

ভুবন আলো নীলচাঁদে, মুক্তকেশ নাহি বাঁধে,
আপনার রঙ্গরসে আপনি মগনা।
কে কোথা দেখেছ ভাই, নবরস এক ঠাঁই,
চঞ্চলা কি ধীরা কিছু বুঝা গেল না;
কাল কি নির্ম্মল তনু, শশী কি উজ্জ্বল ভানু,
ও রূপ হেরিয়া দিব কিরূপে তুলনা,
বিধুমুখে মৃদুহাসে, সদা সুধানন্দে ভাসে,
হেরিলে না রহে মম তনু যাতনা।
ও রূপ নয়নে রাখি হৃদয় মাঝারে দেখি,
কমলাকান্তের এই মনে বাসনা॥ ১০৫৯

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ইমন—আড়া।

রে নিরুপমা রূপ অনুপমশ্যামা তনু হেরি হেরি নয়ন জুড়ায়।
সজল কাদম্বিনী জিনিয়া কুন্তল,
তার মাঝে কামিনী সৌদামিনী খেলায়।
অঞ্জন অধর অতিসে মুকুতাফলং,
নীলকমল ভ্রমে অলিকুল ধায়,
ক্ষণে ক্ষণে হাস্য, কটাক্ষ করে কামিনী,
শিবের মন সহজে ভুলায়।
মৃগাঙ্ক অরুণ চরণ-নখ কিরণ, রক্ত উৎপল দুটী পদতল তায়,
কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ,
শ্রীচরণ মানবে কি পায়॥ ১০৬০ ঐ

বেহাগ—আড়া।

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি,
আদি ভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী,
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল গো মা, মুণ্ডমালা কোথায় পালি,
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি,
তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি।
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি,
এবার সর্ব্বনাশী ধ'রে অসি ধর্ম্মাধর্ম্ম দুট খালি॥ ১০৬১

—— কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

মুলতান—আড়া।

বামা কে রে এলো চিকুরে,
বিহরে আনন্দময়ী শবহৃদি পরে।
বসন নাহিক গায়, পদ্মগন্ধে অলি ধায়,
চলে যেতে টলে পড়ে আসব ভরে।
যে ঠেকেছে রাঙ্গা পায়, হতদিতি সুতচয়,
স্পর্শ মাত্র শিব হয় সমর মাঝারে।
কমলাকান্তের ভাষি, সর্ব্বনাশী ধরে অসি,
করিলি সব কাশীবাসী জনমের তরে॥ ১০৬২ ঐ

——

জংলা—একতালা।

তাই কালো রূপ ভাল বাসি;
কালী জগমন্মোহিনী এলোকেশী।
যাকে সবাই বলে কাল কাল, আমি দেখি অকলঙ্ক শশী।

বিষম বিষয়ানলে দহে তনু দিবানিশি,
যখন শ্যামারূপ অন্তরে জাগে আনন্দ সাগরে ভাসি।
মনের তিমির খণ্ড খণ্ড করে মায়ের করের অসি,
মায়ের বদনশশী মধুর হাসি সুধাক্ষরে রাশি রাশি।
কমল বলে কাশী যেতে কভু নাহি ভালবাসি।
শ্যামা মায়ের পদযুগে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥ ১০৬৩

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ভৈরবী—একতালা।

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারী দেখে হলেম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদ কালে কেউ কোথা নাই,
ঘরবাড়ী ওড়গায়ের ডাঙ্গা।
নিজগুণে যদি রাখ করুণা নয়নে,
দেখ নইলে জপ করে যে তোমায়,
পাওয়া সে সব কথা ভূতের সঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা, মাকে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা,
জপের ঘরে র'ল টাঙ্গা॥ ১০৬৪ ঐ

জংলা—একতালা।

মন ভ্রমে ভুলেছ কেনে।
তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে,
শ্রীনাথ দত্ত প্রধান তত্ত্ব, দাঢ্য কর সেই চরণে।

যখন যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে,
তোমার দৈত্য ভাবে দিবস গেল,
চিদানন্দ রয় কেমনে।
তন্ন তন্ন করি মনে, কি পেলে হয় দরশনে,
তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে জান মহাবিদ্যার-আরাধনে।
কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব অনুমানে কিবা জানে,
তার আদি অন্ত মধ্য নাই নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে॥ ১০৬৫

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

---

ঝংলা—একতালা।

পরের কথায় আর কি ভুলি।
কত ভ্রমিয়া দেশ, করেছি শেষ, যা করেন দক্ষিণা কালী।
যত ইতি নাম, আদি শিব রাম, সকলের কর্ত্তা মুণ্ডমালী;
মায়ের চরণ-কমল অতি নিরমল,
মন গিয়ে তায় হও না অলি।
কালীনাম সুধাপান কর রে মন, নাচ গাও দিয়ে করতালি,
নীলশশধর করেছে আলো, মহানিশি প্রায় হয়েছে কলি।
ত্যজিয়া বসন বিভূতি ভূষণ, মাথায় লও কালী নামের ডালি।
কমল বলে দেখ্ দেখি মন কত সুখে সুখী হলি॥ ১০৬৬ ঐ

---

কালেংড়া—ঠুংরি।

আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ না দেখে॥

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি,
এস তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে।
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, তারে নিকট হতে দিও নাকো,
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, সে যেন সাবধানে থাকে।
কমলাকান্তের মন, ভাই আমার এক নিবেদন,
দরিদ্র পাইলে ধন, সেকি অন্তের স্থানে রাখে॥ ১০৬৭

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

---

বাগেশ্রী—আড়া।

কেহ কি আপনার আছে রে,
শ্যামাধন মিলায়ে দেয় আমারে।
ত্যজিয়ে তনুর আশা, প্রাণ দিয়ে তোষিব তাঁরে।
আমিত ইন্দ্রিয় বশে, ভুলে আছি মায়াপাশে,
এমন সুহৃদ কেবা মনোদুঃখ কব কারে।
মন রে ইন্দ্রিয়রাজ, ঐ নহে অন্যের কাজ,
কমলাকান্তের ভার সাধিতে উচিত তোমারে॥ ১০৬৮ ঐ

---

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালি সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্‌বি কিনা রাখ্‌বি সেটা।
তোমার যারে কৃপা হয়, তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপিন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।
শ্মশান পেলে সুখে ভাসে, তুচ্ছ বাসে মণিকোঠা।

আপ্‌নি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌লো না তার সিদ্ধি ঘোঁটা।
দুঃখে রাখ সুখে রাখ, করবো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ দিয়ে পরেছি আর কি
পুঁছ্‌তে পারি সাধের ফোঁটা।
জগত যুড়ে নাম দিয়েছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার,
ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥ ১০৬৯

—— কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী কালী বলে ডাক, মন অন্য ভার তোমায় দিব না।
তুমি এই কর মন কথা রাখ, ঘরের বাহির হয়ো নাকো।
ঘরে আছে ছ'জন কুজন, তাদের সঙ্গী হইও না মন।
কেবল রসনা সঙ্গী বটে, যত্নে তায় স্ববশে রাখো।
ভবের যাতনা যত, তনু আছে তায় অনুগত,
দুখ জানে এ দেহ জানে, তুমিত আনন্দে থাক।
কমলাকান্তের হৃদ্‌কমলে (অমূল্য নিধি
আমি আপন বলি) তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলি দেখ॥ ১০৭০ ঐ

———

সিন্ধু—তেতালা।

মন! ভেবেছ কপট ভক্তি করে শ্যামা মাকে পাবে।
ছেলের হাতের লাড়ু নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে॥
সাতগেঁয়ে আর মামুদে বাজে কেদা কারে ফাঁকি দিবে।
সে কড়ার কড়া তস্য কড়া, আপন গণ্ডা বুঝে লবে॥

আইন স্মরত গঙ্গাজলি, ভেবে সাবধান হবে,
তুমি মধ্যে মধ্যে মুখ মুছে খাও, এ কথা কি জান্‌তে রবে।
কমলাকান্তের মন এখন কি উপায় করিবে,
কালীনাম লও সত্বর হ'য়ে, নামের গুণে তরে যাবে॥ ১০৭১

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন! চল শ্যামা মার নিকটে, মা মোর অগতির গতি বটে।
যার যে বাসনা, মনেরি কামনা, সেখানে সকলই ঘটে।
অল্প পুণ্য ভরা, সাজিয়ে পশরা, এনেছ ভবের হাটে,
যা কর উপায়, পাঁচে সে মেলি খায়, কলঙ্ক তোমার রটে।
কার রাজ্য লয়ে, আনন্দিত হয়ে, রাজত্ব কর রে পাটে।
আছে এক জনা, লইতে খাজানা, জমি যে বিকাবে লাটে।
কমলাকান্ত কি ভাবনাভাব দাঁড়ায়ে নদীর তটে,
দেখ দুকূল পাথার, না জান সাঁতার,
তরণি নাই রে ঘাটে॥ ১০৭২ ঐ

সিন্ধু কাফি—চিমা তেতালা।

আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন! কারু ঘরে,
যা চাবে এই খানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন পরশমণি যে অসংখ্য ধন দিতে পারে,
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।
তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন! উচাটন হয়ো না রে,
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে।

কি দেখ কমলাকান্ত মিছে বাজি এ সংসারে,
ওরে ! বাজি করে চিন্‌লে না সে,
তোমার ঘটে বিরাজ করে ॥ ১০৭৩
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

---

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে ॥
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল ;
সুজন কুজন আছে যারা তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে।
কমলাকান্তের নেয়ে, মঙ্গর তোল দুর্গা ক'য়ে,
পড়িবি তুফানে যখন, সারি গাবি সবাই মিলে ॥ ১০৭৪ ঐ

---

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে ॥
জাঁক জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে ;
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জান্‌বে না রে জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে ;
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে।
আলচাল আর পাকা কলা, কাজ কিরে তোর আয়োজনে ;
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে।

ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কিরে তোর সে রোশ্‌নাইয়ে;
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে, দেও না জ্বলুক নিশি দিনে।
মেষ ছাগল মহিষাদি, কাজ কিরে তোর বলিদানে;
তুমি জয় কালী, জয় কালী বলে, বলি দেও ষড়-রিপুগণে।
প্রসাদ বলে ঢাক্ ঢোল, কাজ কিরে তোর সে বাজনে;
তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি,
মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥ ১০৭৫

রামপ্রসাদ সেন।

---

মুলতান—একতালা।

তারা কোন অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,
সংসার গারদে থাকি বল।
মশিল ছয় দূত, তশিল করে কত,
দারা সুত পায়ের শৃঙ্খল।
দিয়ে মায়া বেড়ি পদে, ফেলেছ বিপদে,
সম্পদে হারালেম মোক্ষফল।
এবার হল না সাধনা, ওমা শবাসনা,
সংসার বাসনা প্রবল।
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি,
ছুটাছুটী করি ভূমণ্ডল।
হয়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি,
সর্ব্বনাশী জানিস্ কতই ছল।
আনি ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে,
নীলাম্বরের জ্বলে দুঃখানল।

আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই,
ফণী ধরে খাই হলাহল ॥ ১০৭৬

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

---

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কিঙ্করে কর দয়া দয়াময়ী দাক্ষায়িণী।
দয়া যদি না করিবে কলঙ্ক রবে জননী ॥
আমি অতি মূঢ়মতি, ভজন বিহীন গতি,
গতি ত্বংহি গতি ত্বংহি, অগতির গতিদায়িনী।
ভেবে ভেবে হলেম সারা, অভয় পদ দে মা তারা,
সম্বল হইলাম হারা, কিসে তরিব জননি।
নবীনের সময় এমন, রাহুগ্রস্থ চন্দ্র যেমন,
পাপগ্রস্থে দেহ মলিন,
( ওগো ) মুক্তি-পদ প্রদায়িনী ॥ ১০৭৭

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কর গো দক্ষিণে কালী আমার হৃদয়ে বাস।
চতুর্দ্দোলে শম্ভু সহ পূরাও মন অভিলাষ ॥
তুমি ত মা জগদ্ধাত্রী ত্রাণ কর ত্রাণকর্ত্রী,
মুক্তিপদ প্রদায়িনী, ঘুচাও আমার ভবের ত্রাস।
যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, ধ্যানে না পায় পূর্ণচন্দ্র,
তা জানিয়ে পদতলে পড়ে আছেন কৃত্তিবাস।

তত্ত্বজ্ঞান হয় না কেন, কুসঙ্গে নবীনের মজিল মন,
ভবদারা ওগো তারা, শ্রীচরণে কর দাস ॥ ১০৭৮
নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিভাস—একতালা।

পার কর মা আমায় শ্যামা।
অপারে পড়েছি দুর্গে, চরণ দিয়ে কর ক্ষমা।
অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়ে,
আবার আন্‌লি মানব দেহে,——
পাপে দেহ পূর্ণ হ'ল, আমার গতি বল গো উমা।
দ্বিজ নবীনের মন, মিছে ভাব অকারণ,
ঐ পদে হবে মোক্ষপদ, পদাঙ্কেতে রাখবেন বামা ॥ ১০৭৯
নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ইচ্ছা আছে মা মনে।
দুর্গা নামে দীক্ষা হব, যা থাকে সাধনে।
কালী নামে দিয়ে গণ্ডী, মধ্যে করবো পঞ্চমুণ্ডী,
যোগে এনে উগ্রচণ্ডী থোব হৃদি পদ্মাসনে।
বাম নাসা শোষণেতে, উঠিবে আসন শূন্যেতে,
স্থিররবে কুম্ভকেতে, রেচকে স্বস্থানে।
কুণ্ডলিনী সহযোগে জীবাত্মারে লয়ে যোগে,
পরমাত্মায় স্থান মেগে, রাখবো সমাধি করণে।

দ্বিজ নবীনচন্দ্রে কয়, সেওতো সামান্য নয়,
যদি কালী কূলে দেয়, আর যাবনা পতনে॥ ১০৮০ ঐ

---

জংলা—একতালা।

সার করেছি আমি শ্যামাপদ।
শিবের উক্তি, ডাকলে মুক্তি,
চায় যদি পায় দেয় মোক্ষপদ।
কালী নাম অমৃত তুল্য মন,
রসনাতে দিয়ে করবে পান;
অসীম মহিমা নামে, ও নামে কি হয় বিপদ।
যে করেছে কালীর নাম সাধন,
সার্থক হয়েছে তার জীবন,
শিব আরাধিত ধন, সে ধনে হবে না বাদ।
দ্বিজ নবীন দীন হীন জন,
দিলে না দিলে না মা দিন,
দীনের দিন দে মা একদিন,
পূরাই আমি মনের সাধ॥ ১০৮১

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

মূলতান—আড়াঠেকা।

কে রে বামা নিবিড় নীরদ বরণী।
পদনখে কোটী চন্দ্র তিমির হারিণী॥
দেব দেবাদি পতি, মানসে পূজিতে মতি,
অপার মাহিমা জেনে, পদতলে ত্রিশূল-পাণী।

জগত দুর্লভ তুমি, পুরাণে শুনেছি আমি,
অসার সংসার, সারাৎসার, হয়েছ আপনি।
দ্বিজ নবীন ভাবে তাই, শ্রীচরণ করে পাই,
পাইলে জনম সফল, মোক্ষপদ সামান্য গণি॥ ১০৮২
নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আমি কি করিব আর।
ভব ভার দিয়েছ গো মা হয়েছে অভার॥
অন্ন চিন্তা করে ফিরি, জঠর জ্বালায় জ্বলে মরি,
দিনান্তে হয় না অন্ন, ডাকি মা তোয় বারে বার।
অন্ন বিনে চর্ম্মদড়ি, বেড়াই লোকের বাড়ী বাড়ী,
জিজ্ঞাসা করে না কেহ, কি হইল আজ তোমার।
দ্বিজ নবীনের ভার, যদি তোমায় হয়েছে ভার,
তবে চরণতলে রেখে মাগো, ঘুচাও তুমি মনের ভার॥ ১০৮৩
নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

শ্যামা পদে রাখ রে মন।
অনায়াসে যাবে তুমি কৈলাস ভুবন॥
অনিত্য সংসারে আসি, গৃহকর্ম্মে দিবানিশি,
বিষয়-তত্বে মত্ত হয়ে, না ভাবিলাম ও চরণ।
দ্বিজ নবীনচন্দ্র ভণে, বাসনা এই মনে মনে,
অন্তিম কালেতে যেন, দেখি গো রাঙ্গা চরণ॥ ১০৮৪ ঐ

---

ভৈরবী—একতালা।

আমার মন মজিলো ভবমায়ায় কেন ওগো তারা।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ঐ প্রবৃত্তিতে হলেম সারা॥
সামান্য ধনের জন্য, অনর্থক কেন ভ্রমণ,
হর হৃদি শ্যামাধন ঐ ধনে বাদ হয়ে হারা।
বিষয়েতে মত্ত মন, তত্ত্ব পথে হয় না জ্ঞান,
না করিলি কালী স্মরণ, কিসে রক্ষা হয় সুতদারা।
তুমিতো রজরূপিণী, সৃষ্টিস্থিতি লয়কারিণী,
অশেষ পাপ বিনাশিনী, উচিত নবীনে দয়া করা॥ ১০৮৫

—— নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিভাস—একতালা।

ভাল সুশয্যায় সুনিদ্রায় আছ মন।
হবে তোর ভৌতিক দেহ পতন॥
তোর সুশয্যা কুশয্যা হবে ভূশয্যায় পড়ে রবে,
শীঘ্র কররে মন তৃণশয্যার আয়োজন।
কালবশে ভুলে হারাইলে পরম ধন,
জানিস্ নারে রবিসুত দূত ফিরে পিছে অনুক্ষণ,
এখন ভ্রান্তি ত্যজি ভজ সেই পরম রতন।
যার নাম শ্রুত মাত্র ত্রিনেত্র, রবিপুত্র হয় রে দমন।
গুরুদাসের ভরসা কেবল ভবানীর শ্রীচরণ॥ ১০৮৬

—— গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

বাউলের সুর—খেমটা।

মোক্ষধন তুই বন্ধন কর মন বাক্সেতে।
জগৎ আলো হবে যাহাতে,

অচিরাৎ তুই পাবি ফল্‌রে ইহাতে।
ভুলালে ভুল্‌বি না, যাতে তাতে।
যেমন তাঁতির সুতা, তাঁত কাটিলে তাঁতিতে।
গুরু বাক্য ধর, অভিমান ত্যাগ কর,
সতের সঙ্গ কর, পরিণামে তর্‌বি অবহেলেতে॥ ১০৮৭
গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ওমা বর্গে বর্গে তব নাম আছে গাঁথা,
যোগে জাগে থেকে যদি নাহি কহি কথা।
থাও যে তুমি বেটার মাতা, বারে বারে থাওমা মাতা,
নাই তব স্নেহ মমতা, ঐ কথা যথা তথা।
রাখ গুরুর একটী কথা, চাই না মা তোর ঝুলি কাঁথা,
থাকে না যেন কপটতা, ভক্ত বাক্য নয় অন্যথা॥ ১০৮৮
ঐ

বিভাস—একতালা।

আমি নই তোর ও রূপ ছেলে।
আমি ভয় করিনে রাগ করিলে॥
ভবের ঘাটে আনিয়ে, দিচ্ছো আমায় সোতে ফেলে।
আমি হাবু ডুবু খেয়ে মরি, কর্ণধারের বাক্য ভুলে।
মায়ে পোয়ে বিবাদ যে মা, ত্রাহি মা গুরুদাস বলে।
আমি ধরেছি ছাড়িব না চরণ, যাব না বিমাতার কোলে॥
১০৮৯ ঐ

আলেয়া—মধ্যমান।

ওমা কৃপণতা করো না মা এক্ষণে,
গুরোগুরো বাক্য শোন শিববাক্য সত্যজ্ঞানে,

লয়েছি শরণ শ্রীচরণে.
আমি শুনেছি তোর যে পদ, সে নয় সামান্য পদ,
হয় কত ইন্দ্রপদ, ও পদ ধ্যানে।
আমার প্রার্থনা যে পদ, সে অতি সামান্য পদ,
নয় গো মা ব্রহ্মপদ, পদ আপদ নাই যে স্থানে।
আমি নিরন্তর ডাকি তুমি শোন না কাণে,
আছে শেষ কল্পে শিববাণী, মা নাই মা মনে জানি,
( ওগো জননি! ) যা থাকে অদৃষ্টে আমার,
করবো যত্নে আত্মশ্রাদ্ধ তিলকাঞ্চনে॥ ১০৯০

—— গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কোথায় ওরে ভ্রান্ত মন শ্যামা মাকে ডাক দেখি রে,
যাঁর সনেতে ভোলানাথ, কৈলাসেতে বিরাজ করে।
যদি দেখা পাই রে মারে, মনের কথা বলি তাঁরে,
নিজগুণে কৃপাময়ী যদি দাসে রক্ষা করে।
দ্বিজ কেদার বলে মন, মা নয় সামান্য ধন,
ভক্তিভাবে ডাকলে পরে,তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে॥ ১০৯১

—— কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

সিন্ধু ভৈরবী—খং।

কেরে বাম-করে অসিধরা, রুধির পড়িছে ধারা,
কণ্ঠদেশে-শিরধারা, মায়ের চরণেতে শিব ধরা।
একি গো তোর জেতের ধারা, প্রাণ-পতিরে প্রাণে সারা,
দেখিয়ে তোর ক্ষেপার ধারা, অস্থির হতেছে ধরা॥

কেদারনাথের এই নিবেদন, কেদারনাথকে কর মা মোচন,
তুই হলি মা রণে মত্ত, কেদারনাথ তোর গেল মারা ॥ ১০৯২

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভৈরবী—যৎ।

কোথা গো দক্ষিণে কালী কালভয় নিবারিণী।
বারে বারে এত ডাকি মা দয়া নাহি ত্রিলোচনী ॥
যদি ভক্ত জনে মুক্ত না করিবে নিস্তারিণী।
( তবে ) দুঃখহরা তারা নাম, কেউ লবে না তারিণী ॥
দ্বিজ কেদারের এই বাণী, ওগো শিবমনোহিনী,
বারেক কটাক্ষ কর মা মোক্ষ রূপা কাত্যায়নী ॥ ১০৯৩

ঐ

খাম্বাজ—আড়া।

সিংহবাহিনী, ত্রিশূলধারিণী, ত্রিনয়নী মহিষমর্দ্দিনী।
রূপেতে জগত মোহিত, ত্রিভুবন প্রকাশিত,
একত্রে উদ্ধৃত, স্থির শত সৌদামিনী।
দাস অকিঞ্চন আশ, নাশ মম ভবপাশ,
তবে বিশেষ নাম প্রকাশ তারিণী ॥ ১০৯৪

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

হাম্বির—একতালা।

মা যোগমায়া, যোগেশ জায়া, যোগযুক্ত বিনে,
কে হয় যোগ্য বল, দুর্গে ত্রি-তত্ব সাধনে ॥
আমি দীন মূঢ় হ'য়ে, মত্ত কুসঙ্গে করি মা ভ্রমণ,
তব তত্ত্ব শ্রুতি হারায়ে, হয়েছি অজ্ঞানান্ধ কূপেতে মগন,

যদি স্বীয় গুণে, অকৃতি দুর্জ্জনে,
প্রসন্না হও মা কৃপাবলোকনে ;
তবে অকিঞ্চন, পায় পরিত্রাণ,
নিজ দুষ্কৃতি বন্ধনে ॥ ১০৯৫

— দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

ভৈরবী—একতালা।

রিপুবশে, কুরসাভিলাষে গো,
মুগ্ধ হয়েছে মন আমার।
হিতাহিত কিঞ্চিৎ না করয়ে বিচার ॥
মত্ত করীবর যেন, কুপথে ভ্রময়ে মন,
বিবেক অঙ্কুশ বিনে, উপায় নাহিক আর।
দুর্ম্মতি দুর্গতি হরা, তুমি ব্রহ্মময়ী তারা,
তব কৃপা কটাক্ষ কিরণে, নাশে অজ্ঞান আঁধার।
কর যদি অকিঞ্চনে, করুণা করুণা-গুণে,
ঘোষে ত্রিভুবনে মা, অসীম মহিমা তোমার ॥ ১০৯৬ ঐ

সিন্ধু—তিওট।

কি শোভা মহিষমর্দ্দিনী।
হেরি ত্রিভুবনজন, আনন্দিত মন,
পুলকে করে জয়ধ্বনি।
দশভুজে, নানাবিধ আয়ুধ সাজে,
কটিতে বাজিছে কিঙ্কিনী।
পরিধান বিচিত্র বসন, অতি সুশোভন,
অঞ্চলে দোলে গজমুক্তা শ্রেণী।

শিশু শশী ভালে, চাঁচর কুন্তলে,
মণিতে গ্রথিত সুবেণী।
অরুণোপর, অবিবাদে রজনীকর,
চরণ গুণ গো এমনি;
অকিঞ্চন মন, প্রকাশ কারণ, ভবাব্ধি তরণে তরণী ॥ ১০৯৭
দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

—

বেহাগ—আড়া।

মা হেরম্ব-জননী।
হরহৃদি মণি হৈমবতী হেমবরণী ॥
হিমকর ভালে, হিমগিরিবালে,
হর মায়াজালে গো তারিণী।
হীরকাদি মণি, হিরণ্যরচিতহারিণী,
হলাহল ধর পবিত্রিণী;—
হসিত বদনী, হিতকারিণী,
মা হের অকিঞ্চনে দীন জানি ॥ ১০৯৮ ঐ

—

ইমন—তিওট।

তব চরণ দুখানি শোভে চিত্রতরণী,
দুস্তর ভবার্ণবে হইতে পার।
মনন স্মরণ, এ তরণীর বাহকগণ,
শ্রীগুরু চরণ কর্ণধার।
যতনে যে জন, ইহাতে করে দৃঢ় মন,

অনায়াসে তারিণী গো হইবে উদ্ধার,
ভবান্ধ কূপে মগন, মূঢ়মতি অকিঞ্চন,
কৃপা বিনে গতি নাই তার ॥ ১০৯৯

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

---

সোহিনী—কাওয়ালী।

তার গো তারিণী এ মা আমারে।
আমি মূঢ়মতি গতি রহিত,
যদি বিতর করুণা গো এ জনে।
তবে সে মহিমা জানিবে জগজ্জনে কৃপাবতারিণী,
গিরি রাজনন্দিনী, দয়ানাথ গৃহিণী,
গণপতি জননী হয়ে ;
কৃপণতা করিছ কেন, কৃপা বিতরণে অকিঞ্চনে ॥ ১১০০

ঐ

---

সিন্ধু—আড়া।

চিন্ময়ী সনাতনী, নির্গুণা চৈতন্য রূপিণী,
কে বুঝিতে পারে তত্ব অতি গহনা।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, নিরন্তর করি ধ্যান,
না পায় সন্ধান অহম্মাদি কি গণনা।
স্বগুণ রূপ সাধন, আগম নিগম প্রমাণ,
হর মনোমোহিনী রূপ মনেতে ভাবনা।
সদা করি এই অবলম্বন, লভিবে নির্ম্মল জ্ঞান,
হবে প্রাপ্ত অন্তে অকিঞ্চন সে কামনা ॥ ১১০১ ঐ

---

ঝিঁঝিট—আড়া।

হে ভগবতি সতি, প্রজাপতি দুহিতে।
কোটি উড়ু পতি জিনি, শ্রীমুখের জ্যোতি,
গুণাতীত গুণবতী প্রধান শকতি।
ওমা আমি জড়মতি, কিবা জানি স্তুতি,
গতি হীন অকিঞ্চনে তুমি মাত্র গতি॥ ১১০২

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

ইমন—আড়া।

কেমনে হব পার গো, এ ভব জলনিধি,
তোমার করুণা বিনে, তারিণী এবার।
বিবিধ পাপে অতিভার মম কলেবর,
নিমগ্ন হয়েছি দুর্গে কর গো উদ্ধার।
অষ্টাঙ্গ যোগে সাধিয়ে, বিবেক নির্ম্মল হিয়ে,
হয় যার, সে কি আর তোমায় দিবে ভার।
অকৃতি নির্গুণ দীন, ক্রিয়াহীন অকিঞ্চন,
তার তারে তবে জানি মহিমা তোমার॥ ১১০৩ ঐ

সিন্ধু—ঠেকা।

দুর্গে দুর্গতি হারিণি তারিণি।
অনুগত প্রণত ভকত হিত কারিণী।
চিন্ময়ী নির্গুণানন্দ গুণধারিণী।
অপার মহিমা, বেদাগমে তব নাহি সীমা,
আমি মূঢ় জ্ঞানহীন, তত্ত্ব কি জানি;

মা স্বগুণে করুণা দানে, হইও গো চরমে,
অকিঞ্চন চিত্তচারিণী ॥ ১১০৪

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

টোরি—আড়া।

হের মা এ দীনে, প্রপন্ন অধীন জনে,
তোমা বিনে, কে আছে তারিণী ত্রিভুবনে।
দুর্গে দুর্গতিনাশিনী অম্বে,
জগদানন্দদায়িনী জননী জগদম্বে,
তনয়ে তার কৃপাবলম্বনে।
উমা ত্রিপুরহর জায়া,
সুরেশ্বরী হরপ্রিয়া,
অসীম তব মহিমা কে জানে।
অমল কমলে, শশধর ভালে,
গৌরি গিরীশ গৃহিণী গিরিবালে,
ভবভয় ভঞ্জনে, ত্রাহি অকিঞ্চনে ॥ ১১০৫ ঐ

যোগীয়া—একতালা।

অভয়ার অভয় পদ কর মন সার।
ভয় অভয় পেয়ে দূরে যাবে রে তোমার ॥
অকর্ম্ম জনিত ভয়, যদি ভোগাধীন হয়,
ভয়হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার।
ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তি হয়ে, হেলায় হারালে দিন,
অধুনা বিহিত বচন, শুন রে আমার ;

অচঞ্চল হয়ে চিন্ময়ী শক্তির ধ্যান কর রে,
না হইও অকিঞ্চন বদ্ধ আর ॥ ১১০৬

—— দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

ঝিঁঝিট—আড়া।

অজ্ঞান ভাবেতে দিন তো গেল বহিয়ে,
মা চরমে কি হবে শিবে।
মানস তামস অতি কুরসাভিলাষে রুতি,
না চিন্তয়ে জনম মরণ দেখিয়ে।
নিয়ত অবিদ্যা বশ, পরনিন্দা পরিহাস,
অকিঞ্চনে ত্রাহি দুর্গে জ্ঞানদা হইয়ে ॥ ১১০৭ ঐ

——

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

দেখরে নয়ন ভরে কালী, যদি ভবে যাবি তরে।
নীলবরণী রূপে মুণ্ডমালা ধরি ॥
নব সখী চারিদিকে ঘেরে, অভয় বরদা বরে,
অসি মুণ্ড আছে ধ'রে।
চষকে চষকে সুরা দেয় কর পুরি
যোগিনী যোগাইতেছে,
বামা সুরাপনে ঢল ঢল ঢলে পড়িতেছে,
ধর ধর ধর শ্যামা মারে ॥ ১১০৮

—— আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

ভৈরবী—আড়া।

কালী নাম অগ্নি লাগিল মম পাপ কাননে।
প্রবল হতেছে অতি রসনা পবনে ॥

কামাদি তরুবর, দগ্ধ হলো পরস্পর,
কুমতি কুরঙ্গী তারা বাঁচিবে কেমনে।
অবশিষ্ট মায়া যত, হইয়া বিহঙ্গমত,
পলাইতে শূন্যপথে, আছে আরাধনে।
কালী নাম লইলে মুখে, উঠে যে শিখে,
অমনি হইবে ভস্ম মহিমা গুণে ॥ ১১০৯

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)।

---

ভৈরবী—আড়া।

ভৈরবী ভবভাবিনী।
ভারতী ভবানী ভবরাণী, ভবসীমন্তিনী, ভবেশী ভীষণ রূপিণী।
তামসী ভূভার হারিণী, ভবভগ ভঞ্জিনী, ভবানী ভবরাণী ॥ ১১১০

ঐ

---

ভৈরবী—ঠেকা।

কালী করুণাময়ী কখন বলিব না।
এত দুঃখ দিলে তবু কিছু দয়া হলো না।
বড় সাধ ছিল মনে, স্থান পাব ও চরণে,
আশুতোষ হৃদয়ে রেখেচে কারু দিবে না ॥ ১১১১ ঐ

---

ভৈরবী—ঠেকা।

ভৈরবী ভববন্ধন বিনাশিনী।
ভীমা ভগবতী ভবসীমন্তিনী ॥
ভবজায়া ভয়হরা বিশ্বের জননী,
ভ্রূভঙ্গে ভয়হর ভয়ঙ্করী ভবানী ॥ ১১১২ ঐ

---

ভৈরবী—তেতালা।

যদি বাঁচি রে মন, সংসার চিররোগে।
সুবিচার মহৌষধি কর রে সেবন ॥
ভস্ম কর অহঙ্কার, চূর্ণ কর মমতার,
বিবেক রসেতে সাধুশীলে ঘরষণ।
অনুপান শুন বলি, জগতে তুমি হবে বলী,
গুরু নামাবলী আশু করবে লিখন ॥ ১১১৩

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)।

---

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

কি হবে উপায় তাই বল মা তারা।
ভবভয়, কাতর অতিশয়, বিষম বিষয় ফাঁদে,
মন রইল বদ্ধ, কি অন্ধ তত্ত্বপথ হারা।
জনম অবধি করিয়ে, তব পদ না আরাধিয়ে,
দিনগত কলেবর, পাপে হইল ভরা,
ভরসা কেবল ভবদারা ॥ ১১১৪ ঐ

---

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

কি হবে গো তারা আমার এবার।
আমি দীন-হীন ক্ষীণ অতি দুরাচার ॥
হইয়া বিষয়াবৃত, কুপথে যে মনোরত,
নাহি ভাবে পরমার্থ, তত্ত্ব একবার।
অগতির তুমি গতি, কি করিব স্তব স্তুতি,
রবিসুত দূত ভীতে আশু কর পার ॥ ১১১৫ ঐ

---

ভৈরবী—আড়া।

লজ্জারূপা লজ্জাতীত যদি না করিবে।
থাক মা গো লজ্জা লয়ে কেবা লজ্জা পাবে॥
ত্যজি ব্রীড়া কর ক্রীড়া সদা লয়ে শিব,
আসবে উন্মত্তা হয়ে গ্রাস করো শব,
মান লয়ে যাবি গো কেবা ভার দিবে;
কার মনে ভয় নাই মা কালীতে কালী মিশাইবে॥ ১১১৬

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)।

ভৈরবী—ঠেকা।

এই বলি চরণে তোমার।
জঠর যন্ত্রণা আর দিবে কত বার॥
মনের মতে হয়ে মত্ত, অপরাধ করিয়াছি কত,
নিকটে শমনাগত, ভরসা তোমার॥ ১১১৭ ঐ

ভৈরবী—তিওট।

শুন হরদারা, কৃপা কর ত্বরা,
পাপী তাপিকে, পশুপালিকে গো।
নাহি পুণ্যবল, কি হইবে বল,
হইয়ে বিকল, ভাবি কালিকে।
কামাদি ষট, তারা অতি শঠ,
ঘটায় অঘট, রিপুনাশিকে।
করুণাময়ি ত্রাণ, দেহি পদে স্থান,
তোষ এ সন্তান, জগদম্বিকে॥ ১১১৮ ঐ

ভৈরবী—ঠুংরি।

ভয় কি রে ভ্রান্ত মন তুই দুর্গা দুর্গা বল।
অমরে অভয়দাত্রী হন্ত্রী-দৈত্য-বল ॥
শমনেরি বলহরা দুর্ব্বলেরি বল,
শুনেছি দুর্লভ নামে চতুর্ব্বর্গ ফল।
প্রাণ ভরা নাম করে মরণ মঙ্গল ;
প্রসাদ বিষাদ রে মন সতত চঞ্চল।
স্থির নহে দাবানল কর রে শীতল ॥ ১১১৯

আশুতোষ দেব ( ছাতুবাবু )।

---

বিভাস—একতালা।

জাগ জাগ কুলকুণ্ডলিনী।
চতুর্দ্দল যুতে, স্বয়ম্ভু সহিতে,
নিদ্রিত কি রবে জননি ॥
পদে পদে পৃথক্ মূর্ত্তি, সিতাসিত নানা জ্যোতি,
চাও গো ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী, জ্ঞাননেত্রাবলোকনে।
এসো গো শিরসি সরজোপরে,
বিরাজ কর গো শ্রীনাথ উরে,
থাক গো আনন্দা আনন্দ ভরে,
সদা সিন্ধু-রসপায়িনী ॥ ১১২০ ঐ

---

কালেংড়া—ঢিমে তেতালা।

কেও গজেন্দ্রগামিনী বামা যোগেন্দ্রমোহিনী।
মগনা নগনা গলিত কুঞ্চিত কেশ ধাইয়াছে ধরণী ॥

রবি শশী দহন, জিনিয়ে ত্রিনয়ন,
অট্ট অট্ট হাসে যেন, ঘনে সৌদামিনী।
কিঙ্কর নখর বালা, অরি ছিন্ন করি বালা,
কণ্ঠে পরে শিরমালা, এ কালকামিনী॥ ১১২১
আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)।

---

সোহিনী—কাওয়ালী।

কিবা নাচিছে, সিংহাস্থরে রাণী।
লক্ষ্মী গজানন গুহ, স্থচারু চারুকেশী,
ভালেতে ভানু শশী শোভিছে রণে নাচিছে॥
কোটি যোগিনী লয়ে, জিতারণ বেশা হয়ে,
হাসিতে রজনী খেলিছে।
কত শতারুণোদয় ত্রিলোচনে,
গাইছে নারদাদিগণেতে আর পূজিছে।
বিধাতা ধরয়ে তাল, ফু ফু করয়ে ব্যাল,
বম্ বম্ বম্ গাল বাজিছে।
ভৈরব কি ভীতিতে, ঈশ্বরে দয়া কর ভবেতে,
এই যাচিছে॥ ১১২২ ঐ

---

আলেয়া—চৌতাল।

শিব শম্ভু সদানন্দ শূলপাণী সর্ব্বেশ্বর।
ব্যোমকেশ বৈদ্যনাথ, বৃষভবাহন বক্রেশ্বর॥
বামদেব বহু নারব বাসনি, প্রিয় বিশ্বেশ্বর ভবভয়ভঞ্জন।
ভক্তবৎসল দীননাথ দুঃখমোচন, দক্ষদলন দিগম্বর॥

পরমযোগী পরমাত্মা পশুপতি পরগুরু,
গিরিজাপতি গঙ্গাধর ॥
গিরিশচন্দ্র গোপেশ্বর, আদিনাথ অম্বুজাক্ষ,
আশুতোষ অলকেশ্বর ॥ ১১২৩

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)।

---

আসোয়ারি টোরি—হরিতাল।

কেরে হর উরসি।
শ্যামা মনোরমা গুণধামা,
হাসিছে ভাসিছে সুধারাশি ॥
নবজলধর আভা, মুনি মনোলোভা;
পদযুগে শোভে ভানু শশী ॥ ১১২৪ ঐ

---

টোরি—তেওরা।

রণে মত্তা দিগম্বরী, নাচিছে শবোপরি।
হিহি অট্টহাসে আমরি মরি ॥
এলোকেশী ভালে শশী, অসিধারিণী; রণমাঝে কে নাচিছে,
তাধিক তাধিক থিক ধিক থিক বাজিছে ভেরী ॥ ১১২৫ ঐ

---

বেলাওল আলেয়া—হরি।

ওরে মন নীলবরণী চরণ কেন ভাব না।
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমেতে ধারণা,
মিছা জন্ম দেহ ভেবে দেখনা।
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, মণিপুরে সাধ ধ্যানে,
অনাহতে বিশুদ্ধে মিলন;

আজ্ঞাচক্র করি ভেদ দেখ না,
কুণ্ডলিনী কালী কালে মিশায় না।
ঈড়া স্থষুম্না পিঙ্গলা, যোগপথ করি আলা,
আছে মন আমারো কেন পাইতেছ জ্বালা ;
নিরবধি তাহে কেন লুকাইয়ে থাক না,
কালে কোন কোন খুজে পাবে না।
ইহা বই আরো নাহি, যোগপথের উপায় এহি,
ভাব পরাৎপর সেই কালী ব্রহ্মময়ী ;
থাকিলে প্রবৃত্তি ভাবে নিবৃত্তি হবে না,
রামচন্দ্র স্থির হৈলে ফের আশা হবে না ॥ ১১২৬

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

টোরি—আড়া।

মম নয়ন অন্তরে সদাই লুকাও গো।
ভাবিলে না পাই দেখা এই কি সম্ভবে গো।
দেখিতে যতন করি, তোমায় ভুলে অন্যে হেরি,
থাকিয়ে অন্তরে শ্যামা কর গো চাতুরি ;
তুমিতো বিষম মেয়ে কে তোমারে জানে গো।
যেন সূর্য্য প্রতিবিম্ব, প্রকাশয়ে যথা অম্বু,
অন্যথা অদৃষ্ট বস্তু দেখা নাহি যায় ;
রামচন্দ্রে দর্পণেতে দেখাও রাঙ্গাপদ গো ॥ ১১২৭

ঐ

খট ভৈরবী—যৎ।

এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নাই মা তোর মনের মত,
অকৃতি সন্তানের প্রতি যন্ত্রণা আর দিবি কত।

জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মসিল দিয়ে তশীল করিলি,
হিসাব কোরে দেখ দেখি মা,
আমার দুঃখের বাকি কত।
ভুলাইয়ে ভবে আনিলি, বিষয় বিষ খাওয়াইলি,
বিষের জ্বালায় সদা জ্বলি, দুর্গা বলে ডাকব কত ॥ ১১২৮

গৌরমোহন রায়।

ললিত—একতালা।

আনন্দময়ী হয়ে গো আমায় নিরানন্দ করো না।
দুটী অভয় চরণ বিনা আমার মন অন্য কিছু জানে না ॥
ভবানী ভাবিয়ে, ভবে যাব চলে, এই ছিল মনে বাসনা,
ভবের মাঝারে, ডুবালি আমারে, স্বপনেও ইহা জানি না।
আমি অহর্নিশি, দুর্গানামে ভাষি, তবু দুঃখরাশি গেল না।
আমি যদি মরি, ও হরসুন্দরী,
দুর্গানাম কেহ লবে না ॥ ১১২৯ ঐ

বসন্তবাহার—ঢিমে তেতালা।

কিবা অপরূপ মরি মরি হায় হায়!
কিবা রক্ত উৎপল আভা অতি মনোলোভা,
কনক নূপুর শোভা পায় পায়।
ছিল নীলাম্বরী এবে দিগম্বরী,
হলো মহেশ্বরী, শ্রীব্রজেশ্বরী,
নামামৃত পানে মগনা সদা, শিব মোহিনী স্বরূপিণী;
অষ্ট সখীতে কিবা ডাকিনী যোগিনী ভাবে,
নাচিছে গাইছে মাদোল বাজিছে,

ধ্নাং কিটি ধ্নাং, বাজে ধাক্ কেটে তাক,
ধুম কেটে তাক ধেন্না, ধেন্না তুম তারে দেন্না,
নার দের দেরে দে,
তুম দের দের দের দানিতা তাঁরে দানি,
অতুল রূপের আমি কি দিব তুলনা তায়॥ ১১৩০

রূপচাঁদ পক্ষী।

পরজ—আড়াঠেকা।

তাই তারা তোমায় ডাকি।
পাছে শিববাক্য মিথ্যা হয়, শেষে দেও মা ফাঁকি॥
তন্ত্রেতে শিবের উক্তি, তারা নাম নিলে মুক্তি,
তবে কেন এ ভবেতে পড়ে আমি থাকি।
তারিণী ব্রাহ্মণী বাণী, শুন ওগো ও ভবানী,
অন্তকালে ও রাঙ্গা চরণ যেন দেখি॥ ১১৩১

তারিণী দেবী।

[রাজরাজেশ্বরী।]

বেহাগ—আড়া।

কি কর দরশন! (রাজরাজেশ্বরী)!
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে শশী সুশোভন॥
কমলজ কমলাক্ষ, রুদ্র ঈশ বিরূপাক্ষ,
পঞ্চ-প্রেত-নিরমিত বসিবার সিংহাসন॥
শোভা করে চারি করে, পাশাঙ্কুশ ধনুশরে,
প্রতি অঙ্গে প্রভা করে বিবিধ ভূষণ।
সৃজন পালন লয়, রাজকার্য্য এই হয়,
প্রজাপতি প্রজা, তবু, ভিখারী শিবের ধন॥ ১১৩২

শিবচন্দ্র সরকার।

[ ভুবনেশ্বরী। ]

বাহার—যৎ।

ভুবনেশ্বরী মা রূপে নাই সীমা।
রক্তবর্ণ পদ্মাসনা, ত্রিলোচনী সুভূষণা,
প্রভাকরে উত্তমাঙ্গে অর্দ্ধভাগ চন্দ্রমা।
পাশাঙ্কুশ বরাভয় চারি করে শোভয়,
মণিময় অলঙ্কার, নাহি তার উপমা।
মহাবিদ্যা আরাধিতে, সদাশিব সমাধিতে,
করতলে ইষ্ট-সিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধি অনিমা॥ ১১৩৩

শিবচন্দ্র সরকার।

---

[ ভৈরবী। ]

ভৈরবী—ঠুংরি।

হৃদি পদ্মাসনে কেরে মা ভৈরবী!
চতুর্ভূজা অক্ষ পুথি মালাবর মা ভৈরবী!
রক্তবর্ণা ত্রিনয়া, মুণ্ডমালা সুভূষণা,
ভালে খণ্ডশশী প্রতিপদে প্রভাকর রবি।
মনে মনে মনোযোগ, করি এই মনোযোগ,
যদি হয় যোগাযোগ শিব হয়ে পদে রবি॥ ১১৩৪ ঐ

---

[ ছিন্নমস্তা। ]

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

এ নারীকে নারি চিনিতে, কার বনিতে।
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করি, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী,
রক্তবর্ণা নগনা মগনা শোণিতে॥

পদ্ম মধ্যে কর্ণিকার, কিবা সাধ্য বর্ণিবার,
তিনগুণে শোভিত ত্রিকোণ বহ্নিতে।
কণ্ঠোত্থিত রুধির ত্রিধার,
তার একধার ধরে নিজ অধরে, কি মাধুরী জানিতে।
আরোহণ শবোপর, রুধির পানে তৎপর,
দুই ধার পিয়ে পাশে দ্বিযোগিনীতে ॥
বিপরীত স্বরতে সুরত রতি পতি,
তদুপরি মূরতি কৃপাণ পাণিতে।
ছিন্নমুণ্ড করতলে, অস্থি মুণ্ডমালা গলে,
সুশোভিত যজ্ঞ উপবীত ফণীতে,
কলানাথ ফলিত কপালমালে দিনমণিতে।
আধকলা চন্দ্রাননে কি শোভিত,
তন্ত্রে তুমি স্বতঃসিদ্ধি, শিবে দে মা ইষ্টসিদ্ধি,
অন্তে যেন যায় প্রাণ সুরধনীতে ॥ ১১৩৫

রাজা শিবচন্দ্র রায়।

[ ধূমাবতী। ]

পরজ—একতালা।

একা কে কাকের ধ্বজরথ আরোহিণী।
ধূমাবতী ভগবতী ধূমা বরণী ॥
বিষ খাইতে নাহি কুলায়, বামা করে করি কুলায়,
হেলায়ে দক্ষিণ কর, হেলায়ে সুবিস্তার বদনী।
জীর্ণ শীর্ণবপুঃ অবয়বা, বৃদ্ধ বিধবা কতই বয়ঃ বা,
পবন হিল্লোলে স্তনদ্বয় দোলে, জগত জননী।

অন্নদায় এ যে দেখি অন্নদায়;
মৃত্যুঞ্জয় জায়া বৈধব্য দশায়,
পাগল হল শিব ( এই ) অভিপ্রায়,
গৃহিণী পাগলিনী ॥ ১১৩৬

শিবচন্দ্র সরকার।

[ বগলা। ]

কেদারা—ধামাল।

রতন গৃহে কেরে রতন সিংহাসনোপরে,
ষোড়শী সুরেশী শিবানী।
পীতাম্বরা পীতবর্ণা, যায় না সে রূপ বর্ণা,
স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা বালা চন্দ্র ভালিনী।
কে রে দনুজ রসনা ধরি, মুদ্গরেরে ঊর্দ্ধ করি,
রবি শশী অনল সে ভীত ত্রিনয়নী।
স্তবার্চ্চনা করে দুঃখ বিমোচন শিবের,
অভীষ্ট সিদ্ধি অচিরে প্রদায়িনী ॥ ১১৩৭ ঐ

[ মাতঙ্গী। ]

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

শ্যামাঙ্গভঙ্গী, সুরঙ্গিমা দরশনে।
মাতঙ্গী নব-ষোড়শী রক্ত-পদ্মাসনে ॥
রক্ত অম্বর পরা, গলিত সুচারি করা,
পাশ অঙ্কুশ ধরা চর্ম্ম খড়্গের সনে।
অর্দ্ধ শশী ভালিনী, সুবিশাল ত্রিলোচনী,
কাল ব্যালিনী জিনি বেণী বিশেষণে ;—

সকল গুণ সাধিকে, অমর আরাধিকে,
ত্রাহি অপরাধিকে, শিবতত্ত্ব উপাসনে॥ ১১৩৮

শিবচন্দ্র সরকার।

[ কমলা। ]

মূলতান—আড়া।

মদন-মথন মনোহারিণী।
অতসী কুসুমসম সুবর্ণ বরণী॥
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত, করীকরে বেষ্টিত,
রতন ঘটে অমৃত, অভিষেকে শিবানী।
শোভে চারি করবরে, পদ্মদ্বয়ে অভয় বরে,
পাদপদ্ম পদ্মোপরে, পদ্মসদ্ম বিহারিণী॥ ১১৩৯ ঐ

আলেয়া—ঠুংরি।

শ্যামাধন সাধন কর, সামান্য ধনে কি হবে;
নিলে খুলে নিধন যে ধন, সে ধনে মন কাজ কি তবে।
অমর-আরাধ্য ধন, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন,
শঙ্করের সঞ্চিত যে ধন, সঙ্গেতে সঞ্চিত রবে।
ধনেশ্বর বল্‌বে ধনী, মহেন্দ্র মানিবে মানী,
সুরপুরে জয়ধ্বনি, সুরধনী কোলে লবে।
ধান্য ধন ধরণী ধন, হয় হস্তী গোধন গো-ধন,
জ্ঞান-তুলেতে কর ওজন, এ সব ধনে পাষাণ সবে।
কিছার বস্তু পরশ পাথর, বাঞ্ছা করে যত অবোধ নর,
তন্ত্রে বলে তাহা ইতর, সাধক যে সে কেন ছোঁবে।

রূপা সোণা মণিমাণিক, উপাসনা করে বণিক,
এসব সম্পদ ক্ষণিক, ভাগিদারে ভাগ বসাবে।
ঢেকে রাখ্‌তে চাইনে সিন্ধুক, চৌকি দিতে চাইনে বন্দুক,
তাঁর নামটী ভীমা ভয়ঙ্করী, ভয় করে যাঁরে ভৈরবে॥ ১১৪০

প্যারিমোহন কবিরত্ন।

[ সাকার বর্ণন। ]

গৌরী—একতালা।

কালী যে কেমন ধন কে জানে।
ধ্যানে কি জ্ঞানে বাক্য মনের অগোচর,
আগমে যাঁরে বাখানে।
চিন্ময় চিৎস্বরূপা চিতক্ষেত্র-চারিণী,
ব্রহ্মমাতা বরপ্রদা ব্রহ্মরন্ধ্র-বাসিনী,
সহস্র দলেতে সদা থাকেন ঈশান সনে।
প্রকৃতি পুরুষ রূপে লীলায় করেন নৃত্য,
সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য কিছুতে নন্‌ লিপ্ত,
কর্ম্মফলে ভূমণ্ডলে ভোগে মাত্র ভূতগণে॥
ঘটে পটে মঠে কাঠে যে ভাবে যে কল্পনায়,
কর্ম্মফলে কালে আসি কালী দেখা দেন তায়,
পূরাতে সাধকের সাধ সাকারা হন স্বগুণে।
আশুতোষ অজ ইন্দ্র যাদবেন্দ্র যে মায়ায়,
মৃণালের তন্তু মধ্যে পলকেতে আসে যায়,
পাষণ্ড প্যারী তবে সে কালী পাবে কেমনে॥ ১১৪১ ঐ

মধুকানের সুর।

বেলা মন নেবে ডেকে নীলাম্বুবরণী মাকে ;
নিলাম নিলাম কচ্ছে শমন, কখন নেবে নিলাম ডেকে।
কাল নিলে নিলামে ডেকে, কার শক্তি কে রাখ্‌বে ডেকে,
লয়ে যাবে ডাকে ডাকে, তখন আর কি হবে ডেকে।
জ্ঞাতি বন্ধুগণে ডেকে, কায়াটা কাপড়ে ঢেকে,
কাঁদবে সবে ডেকে ডেকে, সাড়া কেউ পাবে না ডেকে।
চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে, পরমায়ুর মেয়াদ গিয়েছে,
পরোয়ানা দেখ এসেছে, অতএব বলি তোকে ॥ ১১৪২

প্যারিমোহন কবিরত্ন।

---

বাহার—একতালা।

কালী মুক্ত কর মা আমারে।
সয়না ক্লেশ আর শরীরে,
বহুকাল বন্দী আছি সংসার কারাগারে ॥
মায়া মোহ এমনি বেড়ি, সাধ্য কি যে এক পা নড়ি,
হাতে গলে দড়াদড়ি, দারাসুত পরিবারে।
সাংসারিক কাজ খাটুনি, কারাবাসে টানা ঘানি,
কামাই নাই দিবা রজনী, অদৃষ্ট অনুসারে।
বন্ধন মোচনের উপায়, কেবল আছে ঐ রাঙ্গা পায়,
যে ধরে সে অনাসে পায়, শিব কন তন্ত্রসারে।
কবিরত্নের এই বাসনা, ব্রহ্মময়ী শবাসনা,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদে, লীন থাকি এবারে ॥ ১১৪৩ ঐ

---

মুলতান—একতালা।

কালী বল মন আমার।
ভয়ানক ভব নদী নির্ভয়ে যদি হবে পার॥
সামান্য সরিতে নরে, না চেপে তরণী পরে,
পার না হইতে পারে, দেখ প্রমাণ তার।
সে নদী সামান্য নয়, নৌকা নাই নিরাশ্রয়,
পাছে কোন বিঘ্ন হয়, কর প্রতিকার।
কাল-কুমীর আছে কূলে, গেলে জোরে ধরে গেলে,
কার শক্তি কে যাবে জলে, কে হইবে পার।
দয়াময়ীর দয়া যারে, সেই জন যেতে পারে,
পদতরী দেন তারে, কালী হয়ে কর্ণধার।
শয়নে স্বপনে, কালী জাগে যার মনে,
কি চিন্তা মরণে রণে, শিববাক্য সার।
দ্বিজাধম প্যারী বলে, মা আমার আসন্ন কালে,
জিহ্বা যেন বিল্বমূলে কালী বলে অনিবার॥ ১১৪৪

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

রামপ্রসাদী সুর।

আর কত কাল ভুগ্‌বো কালী, হয়ে আমি কূয়োর ঘড়া।
এই ভবকূপে কোনরূপে, নিবৃত্তি নাই ওঠা পড়া॥
আশীলক্ষ পাটে ঠেকে সর্ব্বাঙ্গে পড়েছে কড়া।
আবার গলায় কশা, শক্ত ফাঁসা, মায়ামোহ দড়ী দড়া॥
যুগে যুগে মলেম ভুগে, কিছুতে নাই নড়া চড়া।
শীতে কাঁপি জলে ভিজি রোদেতে হই বেগুণ পোড়া॥

রোগে-ছিদ্রতে, কাল নিদ্রাতে, যখন থাকি হয়ে খোঁড়া।
জীবাত্মা কাঁদারি বেটা, অমনি এসে দেয় মা জোড়া॥
কি অপরাধ করেছি মা, এত কেন শাস্তি কড়া।
কবি কয় তোর পায় পড়ি, আর করো না ফড়াছেড়া॥ ১১৪৫
প্যারীমোহন কবিরত্ন।

---

হাম্বির—একতালা।

কালীপদ পঙ্কজে মতি যার,
ভব ঘোরে সে ঘোরে না আর।
তার মনের মলা বিনাশেন বিমলা,
অন্তরে থাকে না অজ্ঞান অন্ধকার॥
রণে রাজদ্বারে, শ্মশানে মশানে শূন্যাগারে,
শূন্যমার্গে হুতাশনে, অস্ত্রাঘাতে উল্কাপাতে,
বিষপানে, বিষত্রী গমনে, বিঘ্ন নাইকো তার।
দন্তী দন্তে শৃঙ্গী শৃঙ্গে নখী নখে,
নদী নদে হ্রদে শৈলে সমুদ্রকে,
রাক্ষসে কি খগে, পিশাচে পন্নগে,
প্যারী বলে সে পায় পারাবার॥ ১১৪৬ ঐ

---

বসন্তবাহার—চিমে তেতালা।

আমরি সুন্দরী ভুবনমোহিনী;
কিবা রূপ অপরূপ শ্বেত সরোজবাসিনী,
শ্বেত বরণী বীণাপাণি।
রূপের তুলনা ভবে নাই আর,

যাকে অতুল্য শোভা করে অমূল্য মণিহারে,
মুনির মনোহারী মনো হরের মনোহারিণী।
বেদ প্রকাশিনী বাণী বরদে বাক্য বাদিনী,
জয়দে জননী জগবন্দিনী।
তুমি সুখদা মোক্ষদা সংসারের সার,
কুরু কটাক্ষ নারায়ণি কালভয় নিবারিণী,
এ দ্বিজ ব্রজমোহনের রসনা উল্লাসিনী। ১১৪৭

ব্রজমোন রায়।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মম সুখোদয়, যে দিনে উদয়,
হবে গো জননী জানি সমুদয়।
এ ভব সংসার সকলি অসার,
হবে নৈরাকার, জলে জলময়।
সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার,
কমলার হ'বে কুভক্ষ্য আহার,
অনাদির হবে জীবন সংহার,
পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয়।
পবনের যে দিন গতি রোধ হবে,
ভুজঙ্গেতে যে দিন গরুড়ে দংশিবে,
পতঙ্গেতে যে দিন মাতঙ্গে নাশিবে,
সিংহিকার হবে শৃগালের ভয়॥
চন্দ্রের যে দিন হবে অসিত বরণ,
ব্রহ্মার যে দিন হবে অনলে পতন,

জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন,
দয়াময়ীর হবে কঠিন হৃদয়।
দিবা ভাগে রাত্রি, রাত্রি ভাগে দিন,
জলাভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
আদ্যাশক্তি যে দিন হবে শক্তি হীন,
যুধিষ্ঠিরে হবে পাপের সঞ্চয়।
ভূমিকম্প হবে কাশীতীর্থ ধামে,
সাধু রুষ্ট হবে রাধা কৃষ্ণ নামে,
যদি রাজা হই হব সেই দিনে,
দীন হীন দ্বিজ নরেশচন্দ্রে কয়। ১১৪৮

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

মল্লার— একতালা।

কে ও রমণী নীরদ বরণী। স্মরহর হৃদে সমরে নাচিছে॥
চরণ তরুণ অরুণ কিরণ, নখরে নলিনী প্রকাশ হতেছে।
শ্রীচরণ গুণে, ত্রিতাল ত্রিগুণে, সুধীরে মধুর নূপুর বাজিছে।
শুনিয়ে সে ধ্বনি, কনক কিঙ্কিনী,
ছলে সুরশ্রেণী শরণ লইছে।
নাভি সরোবর সলিল আশয়, ত্রিবলীর ছলে করিকর ধায়,
কুচ কুম্ভবর বিশ্বমূলাধার, যাঁর পয়োধর ব্রহ্মাদি যাচে।
নরশির হার গলে সুশোভন, বর ভয় অসি শ্রীকরে ধারণ,
করাল বদন করি দরশন, দেব হৃষ্ট মন, দানব কাঁপিছে।
হেরি বামার বাম উরু, জিনি রাম রম্ভা তরু,
কাজে করি লাজে লুকায়েছে।

কটিতট হেরি, সুচারু কেশরী, চির বনচারী বিধি করেছে।
সুচারু চাঁচর চিকুর কান্তি, চাহিতে চাতক জলদ ভ্রান্তি,
এ রণ ভ্রান্তি, কর মা শান্তি, শ্রীশ মানস, আসন আছে॥ ১১৪৯

রাজা শ্রীশচন্দ্র রায় (নবদ্বীপাধিপতি)।

---

কেদারা—ঢিমে তেতালা।

দুর্গে দুর্গতি নাশিনী।
দুস্তারে নিস্তার তারা দনুজ দলদলনী॥
দয়াময়ী দুঃখহরা, দাক্ষায়ণী ভবদারা,
দুস্তারে নিস্তার তারা, দুরূহ দুরকারিণী।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে, দুর্গে গো দহিছে হিয়ে,
দয়া কর ভবপ্রিয়ে ধূর্জটি মনোহারিণী।
দ্বেষাদ্বেষ ছয় জনে, এ দাসে ছয়দিকে টানে,
দাক্ষীর্য্য গাম্ভীর্য্য হীনে, দুর্গে গো কম্পিত প্রাণী।
কহে দীন খগপতি, কি হবে দীনের গতি,
দীনতারিণী দেও সুমতি, দরিদ্র দুঃখহারিণী॥ ১১৫০

রূপচাঁদ পক্ষী।

---

টোরি—কাওয়ালী।

কিবে রূপ জগত-মোহিনী।
জগদম্বে প্রপন্ন-যমভয়-বারণ-কারণ
হলে মহিষ মর্দ্দিনী॥
সৌদামিনী জিনি উজ্জ্বল বরণী,
বদনে ঝলকে কত বেসর মণি,
বিবিধ আয়ুধ করে, পদভরে কাঁপিছে ধরণী।

(এ মা) একরূপে কত গুণ প্রকাশ করেছ তারা,
মহেশ মনোহরা, রিপুগণ ত্রাস করা,
সুরভয় ভঞ্জিনী, সাধকজন-মন-উল্লাসিনী।
অনন্ত মহিমা বেদে শুনি কহে অকিঞ্চন,
তৃণ মহিষ নাশিতে এত আড়ম্বর কেন,
কটাক্ষেতে বিশ্ব লয় হয় গো তারিণী॥ ১১৫১

দেওয়ান মহাশয়।

খট ভৈরবী—যৎ।

নির্ব্বাণ গেরাবু খেলায় গির্ব্বাণী দেখি সংশয়।
শত্রু সঙ্গে বসে আজি হই বুঝি মা পরাজয়॥
যুগে যুগে তাস তেসে, খেলতে হয় মা দশা দোষে,
বদরং যুড়ে এসে, পাপ-পঞ্জা ছক্কা হয়।
ভক্তি-হুন্দর হাতে এলে, পাছে বাজি জিতি বলে,
হাতের পিট্ দেয় ফেলে, সাধ ক'রে সাত তুরূপ কয়।
দেখা'লে বিবেক-বিন্তি, বলে কি জন্মেছে ভ্রান্তি,
খেলাতে না দেখে শান্তি, ভবানী পেয়েছি ভয়।
চিতশুদ্ধি রঙ্গের ফেরাই, যোগে যাগে যদি ফেরাই,
বাসনা পঞ্চাশ হেঁকে, হাতের পাঁচ কেড়ে লয়।
মন ছিল যে রঙ্গের গোলাম, সে হলো বিপক্ষ গোলাম,
দেখে শুনে হাবা হলাম, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়।
প্যারী কয় তোর কৃপাবলে, তত্ত্বজ্ঞান রং পেলে,
ডঙ্কা মেরে যাই মা চলে, রিপুদলে ক'রে জয়॥ ১১৫২

প্যারীমোহন কবিরত্ন।